বঙ্গীয় নাট্যশালা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিদ্যার বহু বিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এরকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন। শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি, মানসিক সচেতনতার অভাব, বা অন্য যে-কোনো কারণেই হউক, আমরা অনেকেই স্বকীয় সংকীর্ণ শিক্ষার বাহিরের অধিকাংশ বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। বিশেষ, যাঁহারা কেবল বাংলা ভাষাই জানেন তাঁহাদের চিন্তানুশীলনের পথে বাধার অন্ত নাই; ইংরেজি ভাষায় অনধিকারী বলিয়া যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের পথ তাঁহাদের নিকট রুদ্ধ। আর যাঁহারা ইংরেজি জানেন, স্বভাবতই তাঁহারা ইংরেজি ভাষার দ্বারস্থ হন বলিয়া বাংলা সাহিত্যও সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভ করিতে পারিতেছে না।

যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বর্তমান যুগের একটি প্রধান কর্তব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কর্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। তাই এই দুর্যোগের মধ্যেও বিশ্বভারতী এই দায়িত্ব গ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন।

১৩৫০ সাল হইতে এযাবৎ বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের মোট ১১২ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি গ্রন্থের মূল্য আট আনা। পত্র লিখিলে পূর্ণ তালিকা প্রেরিত হইবে।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের পরিপূরক লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার পূর্ণ তালিকা মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। পত্র লিখিলে বিস্তারিত বিবরণ প্রেরিত হইবে।

বঙ্গীয় নাট্যশালা

১৭৯৫ - ১৮৭৩

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২. বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ। সংখ্যা ১৫

প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৫০
দ্বিতীয় সংস্করণ : পৌষ ১৩৫১
পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ : পৌষ ১৩৬১

মূল্য আট আনা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬|৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭
মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিঃ, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯
৩·২ + ২·১

সূচী

মনোবিৎ

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রিয়বরেষু

লেবেডেফ-প্রতিষ্ঠিত প্রথম বাংলা নাট্যশালা

প্রথম বাংলা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে। ইহার সহিত পরবর্তী কালের বাংলা নাট্যশালার কোন যোগ নাই। কারণ, এই নাট্যশালায় বাঙালী অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের দ্বারা বাংলা নাটক অভিনীত হইলেও ইহার প্রতিষ্ঠাতা বাঙালী নহেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে হেরাসিম লেবেডেফ নামে এক রুশদেশবাসী নানা দেশ ঘুরিয়া কলিকাতায় আসিয়া পড়েন এবং ২৫নং ডুমতলাতে (বর্তমান এজরা স্ট্রীটে) এক নাট্যশালা স্থাপন করেন। কয়েক বৎসর এদেশে থাকিয়া তিনি বিলাত চলিয়া যান এবং ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে একখানা হিন্দুস্থানী ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। লেবেডেফ কি করিয়া কলিকাতায় বাংলা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত করেন, এই পুস্তকের ভূমিকায় তাহার একটি বিবরণ আছে। এই বিবরণের তাৎপর্য নিম্নে দেওয়া হইল—

[ভারতীয় সাহিত্য ও ভাষা সম্বন্ধে] এই সকল গবেষণার পর আমি *The Disguise* ও *Love is the Best Doctor* নামে দুইখানা ইংরেজী নাটক বাংলাতে অনুবাদ করি। আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, এদেশীয়রা গম্ভীর উপদেশমূলক কথা অপেক্ষা—সে যতই বিশুদ্ধভাবে প্রকাশিত হউক না কেন—অনুকরণ ও হাসিতামাশা বেশি পছন্দ করে। সেই জন্য আমি চৌকিদার, চোর, উকিল, গোমস্তা ইত্যাদি চরিত্রে পরিপূর্ণ এই দুইখানি নাটকই নির্বাচন করিয়াছিলাম।

আমার অনুবাদ সম্পূর্ণ হইলে পর আমি কয়েক জন বিচক্ষণ পণ্ডিত ডাকিয়া আনিলাম, এবং তাঁহারা খুব মন দিয়া আমার নাটক দুইখানি পড়িলেন। পড়িবার সময়ে কোন্ কোন্ জায়গা তাঁহাদের কাছে খুব ভাল লাগিল এবং কোন্ কোন্ জায়গায় তাঁহারা খুব মুগ্ধ ও বিচলিত হইলেন, তাহা আমি লক্ষ্য করিয়া রাখিলাম। এই উপায়ে আমার অনূদিত নাটক দুইখানির হাস্য-রসাত্মক ও গম্ভীর উভয় প্রকার দৃশ্যগুলিরই যে অনেক উৎকর্ষ হইল, এ-কথা বলিলে নিজের সম্বন্ধে অযথা প্রশংসাবাদ হইবে না। নিজের জন্য সৌভাগ্যক্রমে যে শিক্ষক জোগাড় করিতে পারিয়াছিলাম, তাহা না পাইলে আমি যাহা করিতে পারিয়াছিলাম, অন্য কোন ইউরোপীয়ের পক্ষে তাহার অনুকরণ করিতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র হইবে।

পণ্ডিতরা অনুমোদন করিয়া গেলে পর আমার ভাষাশিক্ষক গোলোকনাথ দাস আমার নিকট এক প্রস্তাব করিলেন যে, যদি আমি এই নাটক সর্বসমক্ষে অভিনয় করিতে প্রস্তুত থাকি, তবে তিনি আমাকে এ-দেশী অভিনেতা ও অভিনেত্রী আনিয়া দিতে পারেন। তাঁহার এই প্রস্তাবে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম এবং ইউরোপীয়দিগের চিত্তবিনোদের জন্য আমার নাট্যশালার সংকল্প অবিলম্বে সফল করিবার উদ্দেশ্যে, গবর্নর-জেনারেল সার্ জন্ শোরের নিকট যথারীতি লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত করিলাম। তিনিও বিনা দ্বিধায় তাহা মঞ্জুর করিলেন।

এইরূপ পৃষ্ঠপোষকতা দ্বারা আশ্বস্ত হইয়া এবং প্রদর্শন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আমি নিজে নক্শা করিয়া কলিকাতার কেন্দ্রস্থল ডোমটোলায় (ডোম লেন) একটি বিস্তৃত

নাট্যশালা নির্মাণ আরম্ভ করিলাম। ইত্যবসরে আমার ভাষা-শিক্ষক গোলোককে আমি দেশীয় অভিনেতা ও অভিনেত্রী সংগ্রহ করিবার কাজে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। তিন মাসে *The Disguise* নাটকটির অভিনয়ের জন্য অভিনেতা সংগ্রহ ও নাট্যশালা প্রস্তুত হইয়া গেল। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৭এ নবেম্বর আমি বাংলা ভাষায় এই নাটক প্রকাশ্যে অভিনয় করাইলাম। পর-বৎসর (১৭৯৬) ২১এ মার্চ তারিখেও এই নাটকটি আবার অভিনীত হয়।

নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিলে লেবেডেফ ৫ নবেম্বর ১৭৯৫ তারিখের 'ক্যালকাটা গেজেটে' নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করেন—

By Permission of the Honorable the
Governor-General.

MR. LEBEDEFF'S
New Theatre in the Doomtullah,

DECORATED IN THE BENGALLEE STYLE

Will be opened very shortly, with a Play called

THE DISGUISE,

The Characters to be supported by Performers of both Sexes.
To commence with Vocal and Instrumental
Music, called

THE INDIAN SERENADE.

To those Musical Instruments which are held in esteem by the Bengallees, will be added European. The words of the much admired Poet *Shree Bharot Chondro Ray*, are set to Music.

BETWEEN THE ACTS,

Some amusing Curiosities will be introduced.

The Day for Exhibition, together with a particular detail of the Performance, will be notified in the course of the next week.

এই প্রথম বিজ্ঞপ্তির তিন সপ্তাহ পরে আর একটি বিজ্ঞাপনে প্রথম অভিনয়ের তারিখ ও স্থান সর্বসাধারণকে জানানো হয়। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৬এ নবেম্বর তারিখের 'ক্যালকাটা গেজেটে' দেখিতে পাই—

BENGALLY THEATRE.
No. 25, DOOMTULLAH.
MR. LEBEDEFF.
Has the honor to acquaint the Ladies and Gentlement of the Settlement,

THAT HIS
THEATRE,
WILL BE OPENED
TO-MORROW, FRIDAY, 27TH Inst,
WITH A COMEDY,
CALLED
THE DISGUISE.

The Play to commence at 8 o'Clock precisely

Tickets to be had at his Theatre.

Boxes and Pit, ...	Sa. Rs. 8
Gallery, ...	,, ,, 4

এই অভিনয় যে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ, ২১ মার্চ ১৭৯৬ তারিখে যে দ্বিতীয় অভিনয় হয়, লেবেডেফ তাহার টিকিটের দাম বৃদ্ধি করিয়া এক মোহর করিয়াছিলেন; এবার মাত্র দুই শত আসনের ব্যবস্থা ছিল।

দ্বিতীয় অভিনয়ের পর ১৭৯৬, ২৪এ মার্চ তারিখের 'ক্যালকাটা গেজেটে' প্রকাশিত আর একটি বিজ্ঞাপনে লেবেডেফ সর্বসাধারণের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। বিজ্ঞাপনটি এইরূপ—

BENGALLY THEATRE.

MR. LEBEDEFF, respectfully acknowledges the very distinguished Patronage, the Ladies and Gentleman of this Settlement Subscribers to his Second BENGALLY PLAY, honoured him with, and begs leave to assure them, he has the most grateful sense of the very liberal support afforded him on this occasion, and intreats they will be pleased to accept his warmest Thanks.

March 24, 1796.

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার

প্রথম বঙ্গীয় নাট্যশালা বিদেশীর কীর্তি। দেশের লোকের উৎসাহ ও রুচির সহিত উহার কোন যোগ ছিল না; তাই উহা স্থায়ী হইতে পারিল না। লেবেডেফের কলিকাতা ত্যাগের পরই উহা লুপ্ত হইল। বিদেশী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই প্রথম বঙ্গীয় নাট্যশালা ও বাঙালী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সত্যকার দেশী নাট্যশালার মধ্যে চল্লিশ বৎসরের ব্যবধান। এই চল্লিশ বৎসর বাঙালী-জীবনে একটা যুগ-পরিবর্তনের সময়। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাঙালী-জীবনের উপর পুরাতনের প্রভাব সম্পূর্ণ বর্তমান ছিল। তখন পর্যন্তও বাঙালীরা আমোদ-প্রমোদের ব্যাপারে যাত্রা, পাঁচালি, কবি, হাফ-আখড়াই প্রভৃতি লইয়া সন্তুষ্ট ছিল, নূতন ইউরোপীয় ধরনের কোন আমোদ-প্রমোদের অভাব অনুভব করিতে আরম্ভ করে নাই। এই অভাব তাহারা অনুভব করিতে আরম্ভ করিল এ-দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। যাঁহারা এই কলেজে ইংরেজী কাব্য-নাটকের সহিত পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন, যাত্রা প্রভৃতি গতানুগতিক আমোদ-প্রমোদ তাঁহাদের নিকট রুচিকর হওয়া দূরে থাকুক, অত্যন্ত ঘৃণ্য মনে হইতে লাগিল। তাঁহাদের অনেকেই কলিকাতায় ইংরেজদের নাট্যশালায় ইংরেজী অভিনয় দেখিতে যাইতেন। প্রকৃত পক্ষে এই শ্রেণীর বাঙালীদেরই মনের কথা সে-যুগের সমাচারপত্রে ব্যক্ত হইয়াছে। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে বাঙালীদের জন্য ইংরেজী ধরনের একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে 'সমাচার চন্দ্রিকা' সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই মর্মে লেখেন—

এই বিস্তীর্ণ নগরে নগরবাসীদিগের উপকার ও উৎকর্ষের নিমিত্ত নানাবিধ জনহিতকর ও অভিনব প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের চিত্তবিনোদনের কোন ব্যবস্থা হয় নাই এবং ইংরেজ সম্প্রদায়ের মত তাহাদের আমোদ-প্রমোদের কোন সাধারণ স্থান নাই। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষীয় রাজাদিগের সভায় নটনটী থাকিত, তাহারা অভিনয় প্রদর্শন করিয়া এবং সুললিত কাব্য, সংগীত ও অঙ্গভঙ্গী দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করিত। সম্প্রতি আমাদের সমক্ষেও সখের যাত্রা প্রদর্শিত হইয়াছে। এগুলি সর্বাঙ্গসুন্দর না হইলেও লোকের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিল। কিন্তু সখের যাত্রাও কদাচিৎ হয়। সুতরাং ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যাহাতে একত্র হইয়া ইংরেজদের মত 'শেয়ার' গ্রহণ করিয়া একটি নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহাতে এক জন কর্ম্মাধ্যক্ষের অধীনে বেতনভোগী যোগ্য ব্যক্তি নিযুক্ত করিয়া এতদর্থে বিরচিত গীতি ও কাব্যের মাসে একবার নূতন অভিনয় করেন, তাহা নিতান্তই বাঞ্ছনীয়। এইরূপে শ্রেণী-নির্ব্বিশেষে সমাজভুক্ত সকলেরই আনন্দবৃদ্ধি হইবে।

কিন্তু বাঙালী কর্তৃক একেবারেই বাংলা নাটকের অভিনয় প্রদর্শন আরম্ভ হইল না। ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীরা নিজেদের বাড়িতে ইংরেজী নাটকের অভিনয় করিয়া বাঙালীদের মধ্যে নাট্যকলার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন, বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালার সূত্রপাত হইল শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক ও ভবভূতির ইংরেজী অনুবাদ লইয়া। এই সকল অভিনয়ের উপর হিন্দু-কলেজের শিক্ষার প্রভাব সুস্পষ্ট। বঙ্গীয় নাট্যশালা ও নাটকের উৎপত্তি ইংরেজী-

শিক্ষিত বাঙালীদের দ্বারা বিদেশী আদর্শে, এ কথাটি ভাল করিয়া স্মরণ রাখা উচিত। পুরাতন যাত্রার সহিত বাংলা নাটকের কোন নাড়ীর যোগ নাই। যাত্রা হইতে বাংলা নাটকের উদ্ভব হয় নাই, বরং নব্য নাটকের প্রভাবেই যাত্রার রূপান্তর ঘটিয়াছিল।

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'হিন্দু থিয়েটার'ই ইংরেজী-শিক্ষিত নব্য বাঙালী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালা। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮এ ডিসেম্বর এই নাট্যশালার দ্বার উন্মোচিত হয়। শেক্‌স্‌পীয়রের 'জুলিয়াস সিজর' নাটকের অংশ-বিশেষ ও উইলসন কর্তৃক অনূদিত ভবভূতির 'উত্তররাম-চরিত' এই নাট্যশালায় প্রথম অভিনীত হয়। সার্‌ এডোয়ার্ড রায়ান্‌, কর্নেল ইয়ং, রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি অভিনয়কালে উপস্থিত ছিলেন।

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ২৯এ মার্চ নাট্যশালায় বহু সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় ও দেশীয় ভদ্র-লোকের সমক্ষে *Nothing Superfluous* নামে একখানি প্রহসনের অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে পাত্রপাত্রীর বেশভূষা অতিশয় চমৎকার হইয়াছিল, দৃশ্যপটাদি প্রধান ইউরোপীয় নাট্যশালাগুলির সমকক্ষ না হইলেও বেশ রুচিসম্মত হইয়াছিল।

বাঙালীর উদ্যোগে বাংলা নাটকের প্রথম অভিনয়

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের থিয়েটার স্কুল অথবা কলেজের 'ড্র্যামাটিক ক্লাবে'র বৃহত্তর সংস্করণের মত একটা জিনিস ছিল। ইংরেজী ভাষায় অভিনীত হওয়ায় এই থিয়েটারে প্রদর্শিত নাটকগুলি সর্বসাধারণের বোধগম্য বা মনোরঞ্জক হইতে পারে নাই। সেজন্য নাট্যশালাটিও খুব বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই। ইহার পরেই কলিকাতায় যে-নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা হয়, তাহাতে ইংরেজী নাটকের অভিনয় না করাইয়া বাংলা নাটক অভিনয় করানো হইল। প্রকৃত-পক্ষে বাঙালীর উদ্যোগে বাংলা নাটকের অভিনয় এই নাট্যশালাতেই সর্বপ্রথম হয়। সেজন্য বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে ইহার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। এই নাট্যশালাটির প্রতিষ্ঠাতা শ্যামবাজারের বাবু নবীনচন্দ্র বসু। এখন যেখানে শ্যামবাজার ট্রাম ডিপো অবস্থিত, সেইখানেই নবীনচন্দ্র বসুর বাড়ি ছিল বলিয়া জানা যায়। তাঁহার বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত এই নাট্যশালায় বৎসরে চার-পাঁচটি করিয়া বাংলা নাটকের অভিনয় হইত। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২এ অক্টোবর তারিখের 'হিন্দু পাইয়োনিয়ার' নামক ইংরেজী পাক্ষিক পত্রে আমরা পাই—

দেশীয় নাট্যশালা।—বৎসর দুই পূর্বে প্রতিষ্ঠিত এই নাট্যশালাটি এখনও বাবু নবীন-চন্দ্র বসুর দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। এটি শ্যামবাজারে স্বত্বাধিকারীর বাড়িতেই অবস্থিত। ইহাতে প্রতি বৎসর চার-পাঁচটি নাটক অভিনীত হয়। এই অভিনয় দেশীয়, ইংরেজী ধরনে সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদের দ্বারা দেশের ভাষায় হইয়া থাকে। ইহাতে আর একটি ব্যাপারও দেখা যায় যাহা আমাদের এবং ভারতবর্ষের উন্নতিকামী বন্ধুমাত্রেরই নিকট অতিশয় আনন্দের বিষয়—এই নাট্যশালায় বাঙালী রমণীরা সর্বদাই দেখা দিয়া থাকেন, কারণ, স্ত্রীলোকের অংশের অভিনয় ইহাতে হিন্দু রমণীরাই করিয়া থাকেন।

এই নাট্যশালায় প্রথম দুই বৎসর কোন্ নাটকের অভিনয় হয়, তাহা আমি এখনও জানিতে পারি নাই। কিন্তু ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ইহাতে বিখ্যাত বাংলা উপাখ্যান বিদ্যাসুন্দর নাট্যাকারে অভিনীত হয়। এই অভিনয়ের খুব প্রশংসাসূচক একটি বিবরণ 'হিন্দু পাইয়োনিয়ার' পত্রে প্রকাশিত হয়। 'হিন্দু পাইয়োনিয়ার' লিখিতেছেন—

গত পূর্ণিমা দিবস [৬ অক্টোবর] সন্ধ্যায় আমাদের একটি নাট্যাভিনয় দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। এই অভিনয় দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছি, তাহা আমরা সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করি। অভিনয়কালে বাড়িতে এক হাজারের উপর হিন্দু, মুসলমান, কয়েক জন ইউরোপীয় ও অন্যান্য নানাজাতীয় দর্শকের ভিড় হইয়াছিল। ইঁহাদের সকলেই অভিনয় দেখিয়া সমভাবে আনন্দিত হইয়াছেন। রাত্রি বারোটার কিছু পূর্বে অভিনয় আরম্ভ হয় এবং পরদিন ভোর সাড়ে ছয়টায় শেষ হয়। আমরা প্রথম হইতে এই অভিনয়ে উপস্থিত ছিলাম এবং শেষ দুইটি দৃশ্য ভিন্ন প্রায় সমগ্র অভিনয়ই দেখিয়াছিলাম। অভিনয়ের বিষয় ছিল বিদ্যাসুন্দর।...সুমধুর ঐকতান বাদনের সঙ্গে সঙ্গে অভিনয় আরম্ভ হয়। সেতার, সারেঙ্গী, পাখোয়াজ প্রভৃতি দেশীয় যন্ত্র হিন্দুরাই বাজাইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে সকলেই আবার ব্রাহ্মণ। এই বাদকদের মধ্যে বাবু ব্রজনাথ গোস্বামী অতিশয় দক্ষতার সহিত বেহালা বাজাইয়াছিলেন, এবং চারি দিকের শ্রোতাদের নিকট হইতে ঘন ঘন করতালি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলী ভাল করিয়া তাঁহার বাদ্য শুনিতে পান নাই। যবনিকা উত্তোলনের পূর্বে হিন্দু-প্রথামত পরমেশ্বরের স্তোত্রপাঠ করা হয়, এবং প্রত্যেক দৃশ্যের পূর্বে একটি ভূমিকা আবৃত্তি করিয়া অভিনয়ের বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া হয়। দৃশ্যাঙ্কন সর্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। চিত্রগুলির 'পারস্পেক্টিভ', মেঘ, জল প্রভৃতি ঠিক হয় নাই। এইগুলিতে সুরুচি ও চিত্রাঙ্কনের রীতিজ্ঞান, উভয়েরই অভাব লক্ষিত হইল। কেবলমাত্র একটির উপরে আর একটিকে বিন্যস্ত করা ভিন্ন মেঘ ও জলের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় নাই। দেশীয় কারিগরদের দ্বারা কৃত হইলেও একটু নিপুণ হাতে পড়িলে এগুলি আরও অনেক ভাল হইতে পারিত; ইহাদের মধ্যে রাজা বীরসিংহের প্রাসাদ ও তাঁহার কন্যার কক্ষ অঙ্কন একটু ভাল হইয়াছিল। এই নাটকে সুন্দরের ভূমিকা বরানগরের শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একটি কিশোর যুবক কর্তৃক অভিনীত হইয়াছিল। প্রশংসার্হ উদ্যম সত্ত্বেও সে সেই ভূমিকার সমুচিত উৎকর্ষ দেখাইতে পারে নাই। এই চরিত্রের অভিনয়ে বার-বার ও হঠাৎ ভঙ্গী পরিবর্তন করিয়া অথবা নায়িকার পিতা যাহাতে প্রণয়ের খেলা না ধরিয়া ফেলিতে পারেন, এইরূপ কৌশল দেখাইয়া অভিনয়-নৈপুণ্য দেখাইবার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। যুবা শ্যামাচরণ মাঝে মাঝে ভঙ্গী পরিবর্তন করিবার চেষ্টা করিয়াছে সত্য, কিন্তু অঙ্গসঞ্চালন ও ভঙ্গী যেন ইচ্ছাকৃত ও আড়ষ্ট বলিয়া মনে হইল। রাজা এবং অন্যান্য চরিত্রের অভিনয় সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলীর সন্তোষজনক হইয়াছিল

এই নাটকে বিশেষ করিয়া স্ত্রী-চরিত্রের অভিনয় খুব চমৎকার হইয়াছিল। রাজা বীরসিংহের কন্যা ও সুন্দরের প্রণয়িনী বিদ্যার ভূমিকা রাধামণি বা মণি নামে একটি বৎসর ষোল বয়সের বালিকা অভিনয় করিয়াছিল। সে আগাগোড়া খুব নৈপুণ্য দেখাইয়াছিল। তাহার সুললিত অঙ্গভঙ্গী, মধুর কণ্ঠস্বর, সুন্দরের প্রতি প্রণয়সূচক হাবভাব দর্শক-মণ্ডলীকে অতিশয় মুগ্ধ করিয়াছিল। অভিনয়কালে সে একবারও নৈপুণ্যের অভাব দেখায়

নাই। আনন্দে ও দুঃখে মুখের ভাবের পরিবর্তন, প্রণয়ীকে বাঁধিয়া পিতার সম্মুখে লইয়া যাওয়া হইয়াছে শুনিয়া তাহার করুণ উক্তি ও ভাবব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গী, তাহার নিজের এবং নাট্যশালার উভয়ের পক্ষেই অত্যন্ত প্রশংসার বিষয়। সুন্দরের বধের আদেশ হইয়াছে, এই সংবাদ শুনিবার পর তাহার সখীরা তাহাকে প্রবোধ দিবার বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু সে ভূমিতে পতিত হইয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িল। সখীদের যত্নে একবার জ্ঞানলাভ করিয়া আবার সে মূর্ছিত হইয়া পড়িল এবং কিছুক্ষণের জন্য দর্শকমণ্ডলী সভয়ে নীরব হইয়া রহিল। রাধামণির মত অশিক্ষিত এবং মাতৃভাষার সূক্ষ্ম অর্থ সম্বন্ধে অজ্ঞ একটি বালিকা যে এরূপ কঠিন একটি অংশ এরূপ কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করিতে পারিবে এবং সকলকে তৃপ্ত করিয়া ঘন ঘন করতালি লাভ করিতে পারিবে, তাহা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল। অন্যান্য স্ত্রী-চরিত্রের অভিনয়ও খুব উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে রাণীর ও মালিনীর অভিনয়ের উল্লেখ না করা অন্যায় হইবে। জয়দুর্গা নামে একটি প্রৌঢ়া রমণী এই দুইটি ভূমিকাই গ্রহণ করিয়া উভয় অংশেই সমান কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল। সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে তাহার অভিনয় লক্ষ্য করিবার মত হইয়াছিল। সে সঙ্গীত দ্বারা শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল। রাজকুমারী বা রাজু নামে আর একটি স্ত্রীলোকও বিদ্যার সখীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া জয়দুর্গার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ না হইলেও সমান কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল।

এই লেখকের নিকট বাঙালী স্ত্রীলোকদের দ্বারা স্ত্রী-চরিত্র অভিনয়ই যে সর্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছিল, তাহা তাঁহার লেখার ভঙ্গী হইতেই বুঝা যায়। তিনি কেবলমাত্র স্ত্রীলোকদের অভিনয়ের প্রশংসা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, এই অভিনয়ের দ্বারা সমাজ-সংস্কারের একটা ধারা যে সূচিত হইতেছে, সে অভিমতও ব্যক্ত করিয়াছিলেন। অভিনয়-বর্ণনার পরই দেখিতে পাই, তিনি লিখিতেছেন—

দেশব্যাপী অজ্ঞানের মধ্যে এরূপ অপ্রত্যাশিত একটি ব্যাপার ঘটিতে পারিয়াছে, তাহাতে আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। এই সকল বালিকাদের দেখিয়া কি দেশীয় দর্শকেরা তাঁহাদের স্ত্রী ও কন্যাদের শিক্ষা দিবার জন্য উৎসাহিত হইবেন না? হিন্দু-হিসাবে আমি এই কথাটা আমার দেশবাসীদের জিজ্ঞাসা করিতে চাই,—এই যে বালিকা, যে নাট্যশালায় এরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, সে যদি মাতৃভাষায় শিক্ষিতা হইত, তবে কি তাহার প্রতিভার আরও স্ফূর্তি হইত না? এই বালিকাটি শুধু কণ্ঠস্থ করিয়া আবৃত্তি করিয়া গিয়াছে মাত্র। পুরুষের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া যাঁহারা প্রকৃতিদেবীকে দোষী সাব্যস্ত করেন, তাঁহাদের কাছে এই দৃষ্টান্ত দ্বারাই কি প্রতীয়মান হইবে না যে, হিন্দু স্ত্রীলোকেরাও তাহাদের স্বামীদের ন্যায় শিক্ষালাভের উপযুক্ত? এই অভিনয়ের দ্বারাই কি হিন্দু দর্শকের নিকট প্রমাণিত হইবে না যে, যতদিন পর্যন্ত নারী শিক্ষাহীন থাকিবে, ততদিন তাহারা সমাজে অবর্তমান বলিলেই চলে? আমাদের সমাজের স্ত্রীলোকদের মানসিক শক্তির এই মহান ও নূতন দৃষ্টান্ত দেখিয়াও যদি লোকে স্ত্রীশিক্ষায় অবহেলা প্রদর্শন করেন, তবে তাঁহাদের হৃদয় কঠিন ও চিত্ত আবেগহীন বলিতে হইবে।

দেশীয় রঙ্গমঞ্চ এবং তাহার পরিচালন-পদ্ধতি এইরূপ। এই সকল প্রশংসনীয় কিন্তু ভ্রমে পতিত স্ত্রীলোকদের চারিত্রিক উন্নতি করিবার এই প্রচেষ্টার জন্য এই নাট্যশালার স্বত্বাধিকারী বাবু নবীনচন্দ্র বসু ধন্যবাদের পাত্র। এই সকল অভিনয় অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ

হইলেও উক্ত বাবু নিজের চেষ্টা ও আর্থিক সাহায্য দ্বারা ইহাকে উৎসাহিত করিতেছেন। এক জন ধনী দেশীয় ভদ্রলোক যে এইরূপে আমাদের দেশের উন্নতির জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন, তাহা অতিশয় আনন্দের বিষয়। ধনি-সম্প্রদায় কি তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন না? আমরা যেন একটা বড় নৈতিক বিপ্লব দেখিতে পাই—যাহা দ্বারা কালে ভারতবর্ষের প্রাপ্য খ্যাতি লাভ ঘটিবে।

এই প্রশংসার্হ উদ্যম যাহাতে সফল হয়, আমরা সর্বান্তঃকরণে তাহা কামনা করি। এই নাট্যশালার স্বত্বাধিকারী যতদিন পর্যন্ত সচেষ্ট থাকিবেন, ততদিন পর্যন্ত যে এই নাট্যশালা বর্তমান থাকিবে, সে-বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। বর্তমানে হিন্দু স্ত্রীলোকের অবনতির কারণস্বরূপ যে-সকল কুপ্রথা আছে, সে-সকল দূর করিবার জন্য যেন তিনি উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করেন,—উন্নতির নূতন উপায় যেন আবিষ্কার করেন, এবং সর্বোপরি, 'হিন্দু থিয়েটার'-এর ন্যায় এই নাট্যশালা যাহাতে প্রথম অবস্থাতেই লোপ না পাইয়া বর্তমান থাকে, তাহার চেষ্টা যেন করেন। ইহা দ্বারাই তিনি সমাজের প্রভূত কল্যাণসাধন করিয়া যশস্বী হইতে পারিবেন। এই সকল কার্যের কোন প্রশংসার আবশ্যক নাই। এগুলি সকল দিক হইতেই গৌরব আহরণ করে—ইহাদের দ্বারা সজ্জনেরা অনন্ত যশ অর্জন করেন।

'হিন্দু পাইয়োনিয়ার' পত্রের এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা সত্ত্বেও সকল পত্রিকা এই অভিনয়ের ও নাটকের প্রশংসা করিতে পারেন নাই।

বাংলা রঙ্গমঞ্চে শেক্‌স্‌পীয়র

নবীন বসুর নাট্যশালা আরও কিছু দিন থাকিয়া কখন যে লুপ্ত হইয়া গেল, তাহার তারিখ সঠিক জানিতে পারা যায় না। ইহার পর কয়েক বৎসর বাঙালীদের দ্বারা কোন বড় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার কিংবা উল্লেখযোগ্য নাট্যাভিনয়ের কথা শোনা যায় না। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার পর বাঙালীদের নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে যে উৎসাহ দেখা দিয়াছিল, তাহা অবশ্য লোপ পাইবার নয়। কিন্তু কিছু দিনের জন্য এই উৎসাহ প্রধানত স্কুল-কলেজে ইংরেজী কবিতা আবৃত্তি ও নাটকের অংশ-বিশেষ অভিনয়ের মধ্যেই আবদ্ধ রহিল। ইহা ছাড়া সেই যুগে বাঙালীরা অনেকেই কলিকাতার ইংরেজী নাট্যশালায় যাইতেন; এমন কি, কেহ কেহ ইংরেজী নাট্যশালার অভিনয়েও যোগ দিতেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সাঁসুসি নাট্যশালায় এক জন বাঙালী কর্তৃক অভিনয়-প্রদর্শনের সংবাদ আমরা সমসাময়িক সংবাদপত্রে পাই। 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ—

গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পরে সান্সশশি নামক থিয়েটরে যেরূপ সমারোহ হইয়াছিল, বহুদিবস হইল ঐরূপ সমারোহ হয় নাই, কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের সাহেব ও বিবি এবং এতদ্দেশীয় বাবু ও রাজাদিগের সমাগম দ্বারা নৃত্যাগারের শোভা অতিমনোরম হইয়াছিল, মেং বেরি সাহেবের অনুষ্ঠানেরও কোন ত্রুটি হয় নাই, তিনি সকল বিষয় অতি সুনিয়মে নির্ব্বাহ করিয়াছেন, এতদ্দেশীয় নর্ত্তক বাবু বৈষ্ণবচাঁদ আঢ্য ওথেলোর ভঙ্গি ও

বক্তৃতার দ্বারা সকলকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন, তিনি কোন রূপে ভীত অথবা কোন ভঙ্গ অবহেলন করেন নাই, তিনি চতুর্দ্দিগ হইতে ধন্য২ শব্দ শ্রবণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার উৎসাহ এবং সাহসও বর্দ্ধমূল হইয়াছে, যে বিবি ডেসডেমনা হইয়াছিলেন, তিনিও বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছেন...। (২১ আগষ্ট ১৮৪৮)

এক জন বাঙালীর পক্ষে শেক্‌স্‌পীয়রের সৃষ্ট ওথেলো-চরিত্র অভিনয় করা কম কৃতিত্বের কথা নয়।

ইহার অনেক আগে হইতেই কলিকাতার স্কুল-কলেজে ইংরেজী নাটকের অংশ আবৃত্তি হওয়ার কথা আমরা সমসাময়িক সংবাদপত্রে পাই। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯এ মার্চ কলিকাতার গবর্মেণ্ট হাউসে হিন্দুকলেজের বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণের সময়ে ছাত্রেরা শেক্‌স্‌পীয়র হইতে অনেকগুলি অংশ আবৃত্তি করে।

স্কুল-কলেজে প্রকৃত অভিনয়ের উল্লেখ আমরা পাই ইহার প্রায় ষোল বৎসর পরে। ১৮৫১, ৭ই আগস্ট বটতলায় ডেবিড হেয়ার একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্যোগে শেক্‌স্‌পীয়রের 'মার্চেণ্ট অব ভেনিস' নামক নাটক অভিনীত হয়। ডেবিড হেয়ার একাডেমির ছাত্রদের পূর্বে নাটকের এরূপ অভিনয় ছাত্রেরা আর কখনও করে নাই। এই ব্যাপারে তখনকার সমাজে যে কিরূপ উত্তেজনা হয় তাহা 'সংবাদ প্রভাকরে'র বিবরণ হইতে জানা যাইবে। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ ফেব্রুয়ারি তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিতেছেন—

...পারিতোষিক বিতরণের দিবসে রজনীযোগে 'ডেবিড হেয়ার একাডিমি' বিদ্যালয়ে এক নূতন ব্যাপার হইবেক, এই বঙ্গদেশ মধ্যে কোন স্থানেই তদনুরূপ আনন্দজনক কার্য হয় নাই, বিদ্যাগারের মধ্যভাগে এক অতি উৎকৃষ্ট নাচঘর প্রস্তুত হইতেছে, কয়েক জন সুনিপুণ ইংরাজ অতি মনোহররূপে তাহা সাজাইতেছেন, সেই নাটশালায় ছাত্রেরা সেক্সপিয়ার সাহেব প্রণীত প্রসিদ্ধ গ্রন্থের *Merchant of Venice* 'মারচেণ্ট ভিনিস' নামক নাটকের অনুরূপ দেখাইয়া বক্তৃতা করিয়া বিদ্যা বিষয়ে অপান আপন পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিবেক। মলঙ্গা নিবাসি পরম বদান্যবর শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় এই বিষয়ে বিশেষানুরাগ প্রকাশ করিতেছেন, এই নাটক বিষয়ে ছাত্রগণ পারদর্শিতা প্রকাশ করিলে তাহারদিগের সম্মানের সীমা থাকিবেক না, বিদ্যালয়ের গৌরব যদিও বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইয়াছে, তথাচ তাহার সুখ্যাতি সৌরভে এই বঙ্গদেশ আমোদিত করিবেক।

ডেবিড হেয়ার একাডেমির দৃষ্টান্তে উহার প্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্যালয় ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিও অভিনয় প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করে। এই স্কুলে একটি পুরাদস্তুর নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয় ও তাহার নাম দেওয়া হয়—ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার। ডেবিড হেয়ার একাডেমির মত এই বিদ্যালয়েও শেক্‌স্‌পীয়রের ইংরেজী নাটকই অভিনীত হইত। অভিনয় শিক্ষা দিতেন কলিকাতা-মাদ্রাসার ইংরেজী-শিক্ষক মিঃ ক্লিঙ্গার। এলিস-নাম্নী এক জন ইংরেজ মহিলাও ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারে শিক্ষাদান করিতেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬এ সেপ্টেম্বর এই নাট্যশালায় শেক্‌স্‌পীয়রের 'ওথেলো' প্রদর্শিত হয়।

এই অভিনয়ে দেশীয় ও ইউরোপীয় বহু দর্শকের সমাগম হইয়াছিল। তন্মধ্যে রাজা প্রতাপচন্দ্র, রামগোপাল ঘোষ, চার্লস অ্যালেন, লাশিংটন, সিটন কার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। অভিনয়ের সাফল্য সম্বন্ধে 'বেঙ্গল হরকরা' লিখিয়াছিলেন—

যে-চরিত্র অত্যন্ত খারাপভাবে অভিনীত হইবে বলিয়া আমরা আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তাহাই অতি সুন্দর অভিনীত হইয়াছিল। বাবু প্রিয়নাথ দে যে-ভাবে ইয়াগোর ভূমিকা অভিনয় করেন, তাহাতে এই চরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া গেল।...এই যুবকেরা যে-ভাবে তাহাদের কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, তাহাতে এ-দেশীয় জনগণের মানসিক উৎকর্ষাভিলাষী দর্শকমাত্রই সন্তুষ্ট হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। (২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩)

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার শেক্‌স্‌পীয়রের আর একখানি নাটক অভিনয় করে। এবার 'মার্চেণ্ট অব ভেনিস' প্রদর্শিত হয়, এবং প্রথম অভিনয় হয়—২রা মার্চ। পরবর্তী ১৭ই মার্চ তারিখে 'মার্চেণ্ট অব ভেনিস' দ্বিতীয় বার অভিনীত হয়; মিসেস গ্রীগ-নাম্নী এক জন ইংরেজ মহিলা পোর্শিয়ার ভূমিকা গ্রহণ করেন।

এই অভিনয়ের পর ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার প্রায় এক বৎসর কাল বন্ধ থাকে। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে শেক্‌স্‌পীয়রের 'চতুর্থ হেন্‌রি' নাটকের ও হেন্‌রি মেরিডিথ পার্কারের 'আমাটোর' নামক একটি প্রহসনের অভিনয় দেখাইবার জন্য উহার দ্বার আবার উন্মোচিত হয়।

ইহার পর যে-নাট্যশালায় শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকের অভিনয় প্রদর্শিত হয়, সেটি জোড়াসাঁকো থিয়েটার। এই নাট্যশালাটি কোন স্কুল বা কলেজের সহিত সংযুক্ত ছিল না। যে নবীনচন্দ্র বসু 'বিদ্যাসুন্দরে'র অভিনয় করান, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র প্যারীমোহন বসুর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এই নাট্যশালাটি অবস্থিত ছিল। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মে তারিখে এই নাট্যশালায় শেক্‌স্‌পীয়রের 'জুলিয়াস সীজর' অভিনীত হয়।

'হিন্দু পেট্‌রিয়ট' এই অভিনয়ের প্রশংসা করিতে পারেন নাই। এই পত্রিকা বাঙালী-দিগকে বাংলা নাটক অভিনয় করিবার জন্য অনুরোধ করেন।

নাট্যশালার নবজীবন

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলা নাট্যশালার নবজীবন লাভ হয়। পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক পুরাতন হইলেও তত দিন পর্যন্ত উহা একটা স্থায়ী কীর্তি হইয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে কলিকাতার কয়েক জন ধনী ব্যক্তির উৎসাহে যে কয়েকটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার কোনটিই দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই। তাহা ছাড়া এই সকল প্রচেষ্টা পরস্পর বিচ্ছিন্ন, প্রায় ব্যক্তিগত খেয়ালের ব্যাপার ছিল, একটির সহিত আর একটির কোন যোগও ছিল না। তাই পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন স্থানে অভিনয়-প্রদর্শন সত্ত্বেও বাংলা দেশে একটা স্থায়ী নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইল না। এই নিষ্ফলতার

একটি কারণ যে জনসাধারণের শিক্ষা ও রুচির অভাব, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রকৃত কারণ—বাংলা ভাষায় নাটকের অভাব। বাংলা নাটকের অভাবে বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালায় ইংরেজী নাটকের অভিনয় হইত, কিন্তু সেগুলির জনপ্রিয় হইবার সম্ভাবনা খুবই কম ছিল। ইংরেজী নাট্য-সাহিত্য যতই উচ্চাঙ্গের হউক না কেন, বাঙালী জনসাধারণের কথা দূরে থাকুক, ইংরেজী-শিক্ষালব্ধ বাঙালীর পক্ষেও সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে তাহার রসগ্রহণ একটু আয়াসসাধ্য ব্যাপার ছিল। সুতরাং নাট্যাভিনয়ের উৎসাহ ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝির কিছু দিন পর পর্যন্তও কৃত্রিমই ছিল। কিন্তু ঠিক এই সময়েই বাংলা দেশে নাট্যাভিনয় ও নাটক-রচনার ধারায় একটা নূতনত্ব দেখা দিল।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বাংলা দেশে নাট্যাভিনয়ের ধারা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়া আসিয়াছে। সেই সময় হইতে বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত কোন বড় বা উল্লেখযোগ্য নাট্যশালায় আর কোন ইংরেজী নাটকের অভিনয় হয় নাই। দুই-এক জায়গায় ইংরেজী নাটক অভিনয়ের কথা শোনা যায় বটে, কিন্তু শুধু ইংরেজী নাটক অভিনয়ের জন্য আর কোন নাট্যশালা স্থাপিত হয় নাই। যে-নাটক অভিনয়ের দ্বারা এই নূতন ধারার সূত্রপাত হয়, সেটি সাতুবাবুর বাড়িতে নন্দকুমার রায়-লিখিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকে'র অভিনয়। এই অভিনয়ের উদ্যোগ করেন পরলোকগত সাতুবাবুর দৌহিত্রেরা।

৩০এ জানুয়ারি তারিখে সরস্বতী-পূজা উপলক্ষে শকুন্তলার প্রথম অভিনয় হয়। এই অভিনয় সম্বন্ধে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি 'হিন্দু পেট্রিয়ট্' যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার বঙ্গানুবাদ দিতেছি—

কিছু কাল পূর্বে কলিকাতা শখের অভিনেতাদের প্রদর্শিত নাট্যাভিনয়ের দ্বারা আনন্দ লাভ করিয়াছিল। তখন হিন্দু যুবকদের দ্বারা শেক্স্পীয়রের কয়েকটি সর্বোৎকৃষ্ট নাটক অভিনীত হয় এবং যে-যে চরিত্রের অভিনয় তাঁহারা করিয়াছেন, তাহার মূলগত ভাবটি ধরিবার চেষ্টা করেন ও অনেকটা কৃতকার্য হন। আশানুরূপ কৃতকার্যতা লাভ না করিলেও, তখন জনসাধারণ—বিশেষ করিয়া দেশীয় সমাজ—এইরূপ অভিনয় সম্বন্ধে যে ঔৎসুক্য দেখাইয়াছিল, তাহা হইতে বিশেষ ফললাভের সম্ভাবনা ছিল, শুধু যদি থিয়েটারের কার্য-নির্বাহকেরা সেই চমৎকার সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে জানিতেন। কিন্তু তাঁহারা নাটক সম্বন্ধে এই রুচি পুনঃ পুনঃ উত্তম অভিনয়ের দ্বারা পূর্ণ বিকশিত না করিয়া, যেটুকু উপকার করিয়াছিলেন, তাহাও ছোটখাট ঈর্ষা ও দলাদলির দ্বারা নষ্ট করিয়া দিলেন এবং তাঁহাদের নাট্যশালার উপর যে যবনিকাপাত হইল, তাহা আর উত্তোলিত হইল না। বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল। নাট্যশালা বলিয়া আমাদের যে একটা জিনিস ছিল, তাহাও আমরা ভুলিয়া গেলাম। এমন সময়ে একটি নিমন্ত্রণপত্র পাইয়া আমরা জানিতে পারিলাম যে, পূর্ববর্তী নাট্যশালার ভস্মাবশেষের উপর ফিনিক্সপক্ষীর ন্যায় আর একটি বঙ্গীয় নাট্যশালা আবির্ভূত হইয়াছে। এই নিমন্ত্রণের মধ্যে আরও উৎসাহের বিষয়—যে-নাটকটির অভিনয় হইবে, উহা একটি সত্যকার বাংলা নাটক—কালিদাসের বিখ্যাত নাটক শকুন্তলার বঙ্গানুবাদ। যে-যুবকটি শকুন্তলার ভূমিকা গ্রহণ করেন, তাঁহার অঙ্গভঙ্গী ও চলাফেরা সত্যই নারীর মত এবং যে-চরিত্র তিনি অভিনয় করিতেছিলেন, তাহার উপযুক্ত হইয়াছিল। অন্য

অভিনেতাদের অভিনয়ও ভালই হইয়াছিল। আমরা শুনিলাম যে, এই যুবকেরা সুনিপুণ অভিনেতাদের নিকট শিক্ষালাভ করিবার কোন সুযোগ পান নাই। এই কারণে তাঁহাদের অভিনয় আরও প্রশংসার্হ। আমরা আশা করি, একটু অভ্যাসের পরই এই অভিনেতারা অতি চমৎকার অভিনয় করিতে পারিবেন।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী 'সমাচার চন্দ্রিকা' এই অভিনয়ের একটি বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করেন। 'সমাচার চন্দ্রিকা' বলেন—

...প্রতি বৎসর প্রসিদ্ধ ইংরেজী কবি সেকসপীয়র নাট্যক্রীড়া ইস্কুলের ছাত্রেরা প্রায় করিয়া থাকেন, কিন্তু কেহ এরূপ বাঙ্গালায় নাট্যক্রীড়ার চেষ্টা করেন নাই...।

কেহ কেহ বলেন, শকুন্তলা অভিনীত হইবার কিছু দিন পূর্বে চড়কডাঙ্গায় রামজয় বসাকের বাড়িতে 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকের অভিনয় হয়। এই উক্তি ঠিক নহে, শকুন্তলা-অভিনয়ের পূর্বে বহু দিন যে কোন বাংলা নাটকের অভিনয় হয় নাই, উপরে উদ্ধৃত সমসাময়িক সংবাদপত্রে শকুন্তলা-অভিনয়ের বিবরণের মধ্যেই এ কথার প্রমাণ নিহিত রহিয়াছে।

সাতুবাবুর বাড়িতে শকুন্তলার অভিনয়ই একমাত্র অভিনয় নয়। এই নাট্যশালায়, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর মণিমোহন সরকার-প্রণীত 'মহাশ্বেতা' নাটকের অভিনয় হয়।

সাতুবাবুর বাড়িতে শকুন্তলা নাটক অভিনয়ের অল্প দিন পরেই আর একটি নাট্যাভিনয়ে কলিকাতায় খুব উৎসাহ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ইহা নূতনবাজারে রামজয় বসাকের বাড়িতে 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকের অভিনয়। এত দিন কলিকাতায় যে-সকল নাটকের অভিনয় হইয়াছিল, সেগুলি প্রায়ই পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলা দেশে সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন আরম্ভ হওয়াতে তখন হইতে নাটকে সামাজিক সমস্যার অবতারণা হয়। যত দূর জানা যায়, রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুলসর্বস্ব' এইরূপ সামাজিক নাটকের মধ্যে সর্বপ্রথম। এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে। ইহার পর অল্প দিনের মধ্যে কলিকাতায় এই নাটকটির আরও দুই বার অভিনয় হয়,—এক বার রামজয় বসাকেরই বাড়িতে, তাহার পর গদাধর শেঠের বাড়িতে। গদাধর শেঠের বাড়িতে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২২এ মার্চ এই নাটকের তৃতীয় অভিনয় হয়; "বড়বাজারস্থিত এই রঙ্গভূমি প্রায় ছয় সাত শত লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরিমোহন মিত্র প্রভৃতি অনেকানেক মহোদয়গণ আগমন করিয়া সভামণ্ডপ শোভিত করিয়াছিলেন।"

ইহার পর ৩ জুলাই ১৮৫৮ তারিখে চুঁচুড়ার নরোত্তম পালের বাড়িতে 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকের অভিনয় হয়। এই নাটকের অভিনয়ে চুঁচুড়ার কুলীন ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিশোধ লইবার জল্পনাকল্পনা করেন।

শখের নাট্যশালার পূর্ণবিকাশ

বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বাংলা দেশে নাট্যাভিনয়ের যে উৎসাহ দেখা যায়, বেলগাছিয়া নাট্যশালায় উহার পূর্ণবিকাশ হইয়াছিল বলা চলে। কিন্তু উহার ইতিহাস আলোচনা করিবার পূর্বে কিছু কাল আগে প্রতিষ্ঠিত অপর একটি নাট্যশালার কথা বলিয়া লওয়া প্রয়োজন। এই নাট্যশালার নাম বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ। বিখ্যাত লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যোৎসাহিনী সভা নামে একটি সাহিত্য-সভা গঠন করেন। বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চও কালীপ্রসন্নের উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত ও বিদ্যোৎসাহিনী সভার সহিত সংযুক্ত ছিল। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পর-বৎসরের ১১ই এপ্রিল শনিবার এই রঙ্গমঞ্চের দ্বার উদ্ঘাটিত হয় ও সেই তারিখে উহাতে প্রথম অভিনীত হয় ভট্টনারায়ণ-কৃত 'বেণীসংহার' নাটকের রামনারায়ণ তর্করত্ন কর্তৃক একটি বাংলা অনুবাদ।

'বেণীসংহার' নাটকে কালীপ্রসন্ন নিজেও অভিনয় করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অভিনয় খুব প্রশংসার্হ হইয়াছিল। প্রশংসায় উৎসাহিত হইয়া তিনি স্বয়ং নাটক-রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী'র অনুবাদ পুস্তাকাকারে প্রকাশ করেন।

২৪ নবেম্বর ১৮৫৭ তারিখে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে 'বিক্রমোর্বশী' নাটক মহাসমারোহে অভিনীত হয়। কালীপ্রসন্ন স্বয়ং পুরুরবার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অভিনয় অতি সুন্দর হইয়াছিল।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'সাবিত্রী সত্যবান নাটক' প্রকাশিত হয়। এখানি তাঁহার নিজস্ব রচনা—কোন সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ নহে। এই বৎসরের ৫ই জুন তারিখে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে নাটকখানির আভিনয়িক পাঠ হয়। "এরূপ প্রথা বঙ্গবাসিগণের মধ্যে প্রচলিত নাই, তবে ইংরাজী সেক্‌স্‌পিয়র প্রভৃতি নাটক যেরূপ পঠিত হইয়া থাকে ইহাও সেইরূপ পঠিত হইবেক অধিকন্তু ইহাতে বিস্তর গীত সংযোজিত হইবায় তাহা যন্ত্রের সহিত মিলাইয়া গান করা যাইবেক।"

বেলগাছিয়া নাট্যশালা

এইবার আমরা বেলগাছিয়া নাট্যশালার কথা বলিব। তখনকার দিনের গণ্যমান্য ও শিক্ষিত লোকদের মতে এরূপ সুন্দর নাট্যশালা ও উচ্চাঙ্গের অভিনয় পূর্বে আর হয় নাই। পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়াস্থিত বাগান-বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার এই নাম হয়। এই নাট্যশালা-প্রতিষ্ঠায় পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও তাঁহার ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন এবং এই ব্যাপারে সে-যুগের ইংরেজী-শিক্ষিত বহু নবীন বাঙালী তাঁহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই নাট্যশালায় প্রথম অভিনয়ের পর কলিকাতার অভিজাত-মহলে অভাবিত রকমের সাড়া পড়িয়া যায়। সকলেই

রাজারা বিদেশী দর্শকদের সুবিধার জন্য 'রত্নাবলী' নাটকের ন্যায় মধুসূদনের দ্বারা 'শর্মিষ্ঠা' নাটকেরও ইংরেজী অনুবাদ করাইয়াছিলেন।

'শর্মিষ্ঠা'র অভিনয়ের পর বেলগাছিয়া নাট্যশালায় আর কোন অভিনয় হয় নাই। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯এ মার্চ রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের অকালমৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই নাট্যশালার অস্তিত্ব লোপ পায়। এই অল্প কালের মধ্যে বেলগাছিয়া নাট্যশালা যে উৎকর্ষ দেখাইয়াছিল, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার বিষয়। মাইকেল সত্য সত্যই বলিয়া গিয়াছেন, "যদি ভারতবর্ষে নাটকের পুনরুত্থান হয়, তবে ভবিষ্যৎ যুগের লোকেরা এই দুই জন উন্নতমনা পুরুষের কথা বিস্মৃত হইবে না,—ইঁহারাই আমাদের উদীয়মান জাতীয় নাট্যশালার প্রথম উৎসাহদাতা।"

মেট্রপলিটান থিয়েটার

বেলগাছিয়া নাট্যশালা যে-সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, সে-যুগটি বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসের খুব একটি স্মরণীয় যুগ। তখনকার দিনের সংবাদপত্রের পাতা উল্টাইলেই নাট্যশালা ও নাটক সম্বন্ধে বহু মন্তব্য চোখে পড়ে। এই লেখকগণ সকলেই নাট্যশালা ও নাটকের প্রসারকে দেশের উন্নতির লক্ষণ বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিলেন। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মাইকেলকে একটি পত্রে লেখেন, "এক্ষণে দেশে নাট্যশালা ব্যাঙের ছাতার মত গজাইয়া উঠিতেছে। দুঃখের বিষয়, এগুলি বেশি দিন স্থায়ী হয় না। তবু এগুলি সুলক্ষণ বলিয়াই গণ্য করা উচিত; কারণ, ইহাদের দ্বারা বুঝা যায় যে, আমাদের মধ্যে নাটক সম্বন্ধে রুচির প্রসার হইতেছে।"

এই সকল অভিনয়ের মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার দলীয় যুবকদের উৎসাহে উমেশচন্দ্র মিত্র-লিখিত 'বিধবা-বিবাহ' নাটকের অভিনয়। তখন বাংলা দেশে বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। চিৎপুরের সিঁদুরিয়া-পটিতে রামগোপাল মল্লিকের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয়। এই বাড়িতেই ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মে তারিখে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। নাট্যশালার নামকরণ করা হইয়াছিল—'মেট্রপলিটান থিয়েটার'। ইহার দৃশ্যপটগুলি হল্‌বাইন (Holbein) নামে এক ব্যক্তি কর্তৃক অঙ্কিত হইয়াছিল। ১৮৫৯, ২৩এ এপ্রিল 'বিধবা-বিবাহ' নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। এই অভিনয়ের তারিখ লইয়া অনেকেই ভুল করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্তী ২৭এ এপ্রিল (বুধবার) তারিখের 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রে প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে এ-সম্বন্ধে আর কোন গোল থাকিবে না—

বিধবা বিবাহ নাটকের অভিনয়।—গত শনিবার অধুনালুপ্ত হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজে এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। অভিনয় রাত্রি আটটায় আরম্ভ হয় ও তিনটা পর্যন্ত চলে। উহাতে প্রায় পাঁচ শত দর্শক উপস্থিত ছিলেন। ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় এরূপ একটি নিষ্ঠুর দেশাচারের ফলে হিন্দুনারীরা যে চিরবৈধব্য ভোগ করে তাহার

মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, কি রঙ্গমঞ্চের সাজসজ্জায়, কি গীতবাদ্যে, কি অভিনয়ে, এরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর নাট্যাভিনয় বাংলা দেশে কখনও দেখা যায় নাই। গৌরদাস বসাক তাঁহার স্মৃতিকথায় লিখিয়া গিয়াছেন, যে, বেলগাছিয়া নাট্যশালার অভিনয়-কৃতিত্ব-কাহিনী সুপরিচিত প্রবাদ-বাক্যের মত সর্বজনবিদিত। তাঁহার বিবরণ হইতে বেলগাছিয়া নাট্যশালা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আমরা জানিতে পারি। এই বেলগাছিয়া নাট্যশালাতেই প্রথমে দেশীয় ঐকতানবাদনের প্রবর্তন হয়। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও যদুনাথ পাল এই ঐকতানের দল গঠন করেন। এই নাট্যশালার সাজসজ্জা-সংগ্রহ ও দৃশ্যপট-অঙ্কনে বহু অর্থব্যয় হয়। এক 'রত্নাবলী' অভিনয়ের জন্যই রাজাদের দশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। নাট্যশালা-নির্মাণে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর রাজাদের পরামর্শদাতা ছিলেন। এই নাট্যশালার অভিনেতাদের সকলেই ছিলেন সে-যুগের ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালী। বাবু কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলী বিদূষকের ভূমিকায় অভিনয় করেন। তিনি স্বভাবত উচ্চশ্রেণীর অভিনয়-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন; ইহার সহিত অফুরন্ত ব্যঙ্গ-রহস্যের সংযোগ ঘটাইয়া বিদূষকের ভূমিকাটির এমন জীবন্ত বাস্তব রূপ দিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি বঙ্গরঙ্গমঞ্চের 'গ্যারিক'-আখ্যায় অভিহিত হইয়াছিলেন। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহও একটি চরিত্রের অভিনয় করেন। দর্শকদের মধ্যে কলিকাতার দেশী ও বিদেশী গণ্যমান্য ব্যক্তিমাত্রেই এবং সপরিবারে বাংলার লেপ্টেনাণ্ট গবর্নর সার্ ফ্রেডারিক হ্যালিডে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কেশববাবুর অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন ও বলেন যে, কেশববাবুর গম্ভীর ও শান্ত চেহারা দেখিয়া তিনি যে বিদূষকের ভূমিকা এরূপ নিপুণতার সহিত অভিনয় করিতে পারেন, তাহা কেহই বলিতে পারিত না।

যে নাটকখানির অভিনয়ের কথা বলা হইল, উহা 'রত্নাবলী' নাটক। শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' অবলম্বনে রামনারায়ণ তর্করত্ন উহা প্রণয়ন করেন। এই নাটকের অভিনয়ই বেলগাছিয়া নাট্যশালার প্রথম অভিনয়। এই অভিনয়ের তারিখ ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১এ জুলাই, শনিবার।

'রত্নাবলী' নাটক বেলগাছিয়া নাট্যশালায় ছয়-সাত বার অভিনীত হয়। অভিনয়দর্শনের জন্য বহু বিশিষ্ট ইংরেজ নিমন্ত্রিত হইতেন। তাঁহাদের সুবিধার জন্য পাইকপাড়ার রাজারা 'রত্নাবলী' নাটক ইংরেজীতে অনুবাদ করাইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই অনুবাদকার্যের ভার পড়িয়াছিল মাইকেল মধুসূদন দত্তের উপর।

এই ভাবে মান্দ্রাজ-প্রবাস হইতে সদ্যপ্রত্যাবৃত্ত মধুসূদনকে বঙ্গসাহিত্যের দিকে বিশেষ-ভাবে আকর্ষণ করিবার উপলক্ষ্য হিসাবে 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। এই 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় দেখিয়াই মাইকেল মধুসূদন দত্তের মনে নাটক লিখিবার সংকল্প জাগে।

মধুসূদন অচিরাৎ 'শর্মিষ্ঠা' লিখিলেন। ৩রা সেপ্টেম্বর বেলগাছিয়া নাট্যশালায় ইহার প্রথম অভিনয় হয়; ষষ্ঠ বা শেষ অভিনয় হয় সেই বৎসরেরই ২৭এ সেপ্টেম্বর। বাংলা দেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্নর গ্রাণ্ট সাহেব, পাটনার মুন্শী আমীর আলী, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ বহু গণ্যমান্য দেশীয় ও বিদেশীয় ভদ্রলোক এই অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন।

কুফল এই নাটকে উজ্জ্বল অথচ যথার্থ বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে।...অভিনয়ের মধ্যে টোল পণ্ডিত, তর্কালঙ্কার ও সুখময়ীর অভিনয় দর্শকদের নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসা পাইয়াছিল। কিন্তু নাম করিয়া এই কয়েকটি অভিনেতার উল্লেখ করিলেও, অন্যান্য ভূমিকার অভিনয়ও যে খারাপ হয় নাই তাহার একটি প্রমাণ—নাটকটির দৈর্ঘ্য সত্ত্বেও কোন দর্শক অভিনয় শেষ হইবার পূর্বে স্থান ত্যাগ করেন নাই।...দৃশ্যপট সুচিত্রিত হইয়াছিল এবং এতটা যে সুচিত্রিত হইবে তাহা আশা করা যায় নাই।...এই নাট্যশালার স্বত্বাধিকারী বাবু মুরলীধর সেন ও অন্যান্য যাঁহারা এই নাট্যাভিনয়ের পরিচালনে উদ্যোগী ছিলেন তাঁহারা খুবই ধন্যবাদার্হ। দর্শকদের মধ্যে কেহ কেহ এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, এই নাটকে নারী-চরিত্রের অভিনয় যেন নারীদের দ্বারাই হয়। (ইংরেজী হইতে অনূদিত)।

পরবর্তী ৭ই মে 'বিধবা-বিবাহ' নাটকের আর একটি অভিনয় হয়। 'বিধবা-বিবাহ' নাটকের অভিনয়ে কেশবচন্দ্র রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষ ছিলেন। কেশবের জীবনীকার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লিখিয়া গিয়াছেন যে, হ্যাম্‌লেট প্রভৃতি নাটকের অভিনয় দ্বারা কেশব রঙ্গমঞ্চের তত্ত্বাবধান-কার্যে দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন। সেই জন্য 'বিধবা-বিবাহ' নাটকের অভিনয়ের উদ্যোগে তিনি খুব কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছিলেন। মজুমদার মহাশয়ও এই নাটকের একটি ভূমিকা লইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একাধিক বার আসিয়াছিলেন ও অভিনয় দেখিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। এই অভিনয়ে কলিকাতায় যে খুব উত্তেজনা হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়

এ-পর্যন্ত যে-সকল নাট্যশালার কথা বলা হইল, তাহাতে সর্বশেষ যে অভিনয় হয়, তাহার তারিখ ও বাংলা দেশে প্রথম সাধারণ নাট্যশালাপ্রতিষ্ঠার মধ্যে বারো বৎসরের কিছু বেশি ব্যবধান। নাট্যশালার এই বারো বৎসরের ইতিহাস অনেকটা পূর্ববর্তী কয়েক বৎসরের ইতিহাসের মতই। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় কয়েকটি অতি উচ্চশ্রেণীর শখের নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলির মধ্যে পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয় প্রথম। উহা ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বাবু (পরে মহারাজা সার্‌) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কর্তৃক তাঁহার নিজ বাটীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পূর্বেও পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর-গোষ্ঠীর আদি বাড়িতে একটি রঙ্গমঞ্চ ছিল। এই রঙ্গমঞ্চে ১৮৫৯ ও ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে দুই বার 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। এই অভিনয়ের উদ্যোক্তা ছিলেন যতীন্দ্রমোহনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শৌরীন্দ্রমোহন।

'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের এই অভিনয়ের বৎসর-চারেক পরে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কর্তৃক পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়িতে পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয় নামে একটি নূতন নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০এ ডিসেম্বর 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকের অভিনয়ই এই নাট্যশালার প্রথম অভিনয়। পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন—ঘনশ্যাম বসু।

এই নাট্যালয়ে 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক ও রামনারায়ণ তর্করত্নের 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' প্রহসনটি আট-নয় বার অভিনীত হয়।

ইহার পর পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে 'বুঝ্‌লে কি না'* নামে একটি প্রহসনের অভিনয় হয়। উহার তারিখ ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর। এই অভিনয়গুলির পর ৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯ তারিখে পাথুরিয়াঘাটায় রামনারায়ণ তর্করত্নের 'মালতীমাধব' নাটক অভিনীত হয়।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে পাথুরিয়াঘাটায় রমানারায়ণ তর্করত্নের দুইটি প্রহসন অভিনীত হয়; এই দুইটির নাম 'চক্ষুদান' ও 'উভয় সংকট'।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে পাথুরিয়াঘাটা রঙ্গমঞ্চে কোন অভিনয় হয় নাই। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারি সেখানে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রুক্মিণীহরণ' ও 'উভয় সংকট' অভিনীত হয়।

ইহার পর পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে উল্লেখ করিবার মত একটিমাত্র অভিনয় হয়। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫এ ফেব্রুয়ারি রাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুক পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়িতে পদার্পণ করেন। তাঁহার সম্মানার্থ 'রুক্মিণীহরণ' ও 'উভয় সংকটে'র অভিনয় হয়। গবর্নর-জেনারেলের সঙ্গে বহু সম্ভ্রান্ত ইংরেজ পুরুষ ও মহিলা এই নাট্যাভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের বুঝিবার সুবিধার জন্য নাটকগুলির ইংরেজী চুম্বক দেওয়া হইয়াছিল। অভিনয়-শেষে গবর্নর-জেনারেল গৃহস্বামী ও অভিনেতাদের ধন্যবাদ দেন।

শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি

শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি এ-যুগের দ্বিতীয় নাট্যশালা। এই রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত নাটক—মধুসূদন দত্তের সুপরিচিত প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা?' ১৮ জুলাই ১৮৬৫ ইহার প্রথম অভিনয় এবং পরবর্তী ২৯এ জুলাই দ্বিতীয় অভিনয় হয়।

শোভাবাজার নাট্যশালার কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি ছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। কিছু দিন পরে কোন কারণে তিনি এই নাট্যশালার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেন, এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অন্য কেহ কেহও চলিয়া যান। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অন্য সদস্যেরা নাট্যশালাটি চালাইয়া উহাতে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি (সোমবার) তারিখে

* এই প্রহসনের আখ্যাপত্রে গ্রন্থকারের নাম নাই। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ভগিনীপতি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহার লেখক বলিয়া মনে হয়। নবীনচন্দ্র পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ের অন্যতম অভিনেতাও ছিলেন। বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ২য় সংস্করণের 'বুঝলে কি না' পুস্তকের স্বত্বাধিকারী-রূপে নবীন-চন্দ্রেরই নাম আছে।

মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক অভিনয় করেন। অনেকে ভুল করিয়া এই তারিখটিকে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৪এ জুলাই বলিয়া উল্লেখ করেন। ১৮৬৭, ১১ই ফেব্রুয়ারি (সোমবার) তারিখে 'হিন্দু পেট্রিয়টে' দেখিতে পাই—

গত শুক্রবার রাত্রিতে শোভাবাজারের শখের থিয়েটারের দল সম্ভ্রান্ত ও সুনির্বাচিত দর্শকদের সমক্ষে, বাবু মাইকেল মধুসূদন দত্ত-প্রণীত সুপরিচিত বিয়োগান্ত 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের প্রথম প্রকাশ্য অভিনয় দেখাইয়া সকলকে আনন্দিত করেন। 'কৃষ্ণকুমারী' বাংলা ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র মৌলিক নাটক।...নাট্যমঞ্চে এই নাটকটির বিচিত্র ঘটনাবলীর অভিনয় কম কৃতিত্বের কথা নয়।...

জোড়াসাঁকো থিয়েটার

জোড়াসাঁকো থিয়েটার এ যুগের তৃতীয় উল্লেখযোগ্য নাট্যশালা। এই নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলেন—গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একখানি পত্রে প্রকাশ, গোপাল উড়ের যাত্রা শুনিয়া একটি নাট্যশালা-প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা তাঁহাদের মনে উদিত হয়। এই নাটকীয় দলে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন, কবি অক্ষয় চৌধুরী ও জ্যোতিবাবুর ভগিনীপতি যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন।

ঠাকুর-বাড়িতে প্রথমে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' এবং তাহার কিছু দিন পরে 'একেই কি বলে সভ্যতা' অভিনীত হইল। দুই বারই অভিনয় খুব ভাল হইয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই দুই অভিনয়ে যথাক্রমে কৃষ্ণকুমারীর মাতা ও সার্জনের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

জোড়াসাঁকো নাট্যশালার পরিচালকেরা অভিনয়োপযোগী অথচ লোকশিক্ষার অনুকূল উৎকৃষ্ট বাংলা নাটকের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহারা একটি উৎকৃষ্ট বাংলা নাটক রচনার জন্য সংবাদপত্রে পুরস্কার ঘোষণা করিয়া বিজ্ঞাপন দিলেন।

জোড়াসাঁকো নাট্যশালা কমিটি ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন (?) মাসে 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ' পত্রে প্রথমে বহুবিবাহ-বিষয়ে একখানি উৎকৃষ্ট নাটকের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। কিন্তু অল্প দিন পরেই সংবাদপত্র হইতে বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার করিয়া, পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের উপর এই নাটক-রচনার ভার অর্পণ করেন; সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু মহিলাগণের দুরবস্থা এবং পল্লীগ্রামস্থ জমিদারগণের অত্যাচার—এই দুইটি বিষয়ে দুইখানি উৎকৃষ্ট সামাজিক নাটকের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে থাকেন।

বহুবিবাহ বিষয়ক যে নাটকখানি রচনার জন্য জোড়াসাঁকো নাট্যশালা কমিটি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের উপর ভার দেন, তাহা তিনি অল্প দিনের মধ্যেই সমাপ্ত করিয়াছিলেন। এই নাটকখানির নাম 'নব-নাটক'। রামনারায়ণকে

পুরস্কার দিবার জন্য ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মে (২৩ বৈশাখ ১২৭৩) অপরাহ্ণ তিনটার সময় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়িতে একটি প্রকাশ্য সভা আহূত হয়। টেকচাঁদ ঠাকুর ওরফে প্যারীচাঁদ মিত্র এই সভার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সভাস্থলে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি মিত্র মহাশয় গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিশ্রুত পুরস্কারস্বরূপ একটি রৌপ্যপাত্রে রক্ষিত দুই শত টাকা পণ্ডিত রামনারায়ণের হাতে দিলেন।

ইহার পর নাটকটি অভিনয় করিবার আয়োজন চলিতে লাগিল। এই উদ্দেশ্যে নাট্যশালা কমিটি পুনর্গঠিত হইয়াছিল এবং 'বড়'র দল—গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি এই ব্যাপারে যোগদান করিয়াছিলেন। আমরা 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি' নামক পুস্তক হইতে জানিতে পারি যে—

...এখন হইতে 'বড়'র দলই অভিনয়ের আয়োজন করিতে লাগিলেন। দোতলার হলের ঘরে ষ্টেজ বাঁধা হইল। তারপর পটুয়ারা আসিয়া সীন্ (scene) আঁকিতে আরম্ভ করিল। 'ড্রপ-সীনে' রাজস্থানের ভীমসিংহের সরোবরতটস্থ 'জগমন্দির' প্রাসাদ অঙ্কিত হইল। নাট্যোল্লিখিত পাত্রগুলির পাঠ আমাদের সবাইকে বিলি করিয়া দেওয়া হইল। আমি হইলাম নটী, আমার জেঠতুত-ভগিনীপতি °নীলকমল মুখোপাধ্যায় (পরে গ্রেহামের বাড়ীর মুচ্ছুদি) সাজিলেন নট, আমার নিজের আর এক ভগিনীপতি °যদুনাথ মুখোপাধ্যায় 'চিত্ততোষ', আর এক ভগিনীপতি °সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় হইলেন গবেশবাবুর বড় স্ত্রী। সুপ্রসিদ্ধ কমিক অক্ষয় মজুমদার লইলেন গবেশবাবুর পাঠ। বাকী আমাদের অন্যান্য আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবের জন্য নির্দিষ্ট হইল।...শ্রীযুক্ত মতিলাল চক্রবর্তী 'কৌতুকে'র পাঠ লইয়াছিলেন।...আমার এক শ্যালক অমৃতলাল গঙ্গোপাধ্যায় ছোটগিন্নির ভূমিকায়,...। °বিনোদলাল গঙ্গোপাধ্যায় (অমৃতলালের জ্যেষ্ঠ) সুবোধের ভূমিকায়,...।

অতঃপর ভূমিকা সমস্ত স্থির হইয়া গেলে, দোতলার বড় ঘরে, খুব ঘটা করিয়া রিহার্শাল বসিয়া গেল।...ছয় মাস কাল যাবৎ দিনে রিহার্শাল, আর রাত্রে বিবিধ যন্ত্রসহকারে কন্সার্টের মহলা চলিল। আমি কন্সার্টে হার্মোনিয়ম বাজাইতাম।...

অভিনয় দর্শনের জন্য কলিকাতার সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ও ভদ্রলোকেরা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। অভিনয়ও খুব নিপুণতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল। তখনকার শ্রেষ্ঠ পটুয়াদিগের দ্বারা দৃশ্যগুলি (scene) অঙ্কিত হইয়াছিল। ষ্টেজও (রঙ্গমঞ্চ) যত দূর সাধ্য সুদৃশ্য ও সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছিল। দৃশ্যগুলিকে বাস্তব করিতে যত দূর সম্ভব, চেষ্টার কোনও ত্রুটি করা হয় নাই। বনদৃশ্যের সীন্খানিকে নানাবিধ তরুলতা এবং তাহাতে জীবন্ত জোনাকী পোকা আটা দিয়া জুড়িয়া, অতি সুন্দর এবং সুশোভন করা হইয়াছিল। দেখিলে ঠিক সত্যিকারের বনের মতই বোধ হইত।

জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়িতে 'নব-নাটকে'র প্রথম অভিনয় হয়—১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারি (২২ পৌষ ১২৭৩) তারিখে। প্রথম অভিনয়-রজনীতে পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্ক-রত্ন দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন। ঠাকুর-বাড়িতে 'নব-নাটক' উপর্যুপরি নয় বার অভিনীত হইয়াছিল। 'নব-নাটকে'র অভিনয় কিরূপ উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর একটি মন্তব্য হইতে তাহা বুঝা যায়; তিনি বলিয়াছিলেন যে, "এই অভিনয় দেখিয়াই

তাঁহার অভিনয় সম্বন্ধে যাহা কিছু দেখিবার, শুনিবার ও জানিবার বাকী ছিল, তাহা সম্পূর্ণ হইয়া গেল।"

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধেই জোড়াসাঁকো থিয়েটার বিগত-জীবন হইয়াছিল।

বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়

বলদেব ধর ও চুণিলাল বসুর উদ্যোগে বহুবাজারে একটি নাট্যসমাজ স্থাপিত হয়। ইঁহাদের দুই জনেই সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন, এবং ইতিপূর্বে পাথুরিয়াঘাটা নাট্যশালার অভিনেতা ছিলেন বলিয়া প্রকাশ। এই নাট্যশালাটি প্রথমে বিশ্বনাথ মতিলালের গলিতে বাবু গোবিন্দচন্দ্র সরকারের বাড়িতে অবস্থিত ছিল। পাঁচ বৎসর পরে স্থানীয় কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির চেষ্টায় ২৫নং বিশ্বনাথ মতিলালের লেনে 'বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়' নামে বহুবাজার নাট্যসমাজের নূতন নাট্যমন্দির নির্মিত হয়। এলাহাবাদের নীলকমল মিত্র ও অন্যান্য কয়েক জন ইহার স্বত্বাধিকারী এবং বাবু প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উহার সম্পাদক ছিলেন। এই নাট্যসমাজের জন্য বিখ্যাত নাটককার মনোমোহন বসু নাটক লিখিয়া দিতেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে মনোমোহনের 'রামাভিষেক' নাটকের অভিনয়ই এই নাট্যশালার প্রথম অভিনয়।

১৮৭৪ সনের ১৭ই জানুয়ারি নব-নির্মিত রঙ্গমঞ্চে মনোমোহন বসুর 'সতী নাটক' প্রথম অভিনীত হয়। এই নাট্যাশালায় 'সতী নাটক' অনেক বার অভিনীত হইয়াছিল।

ইহার পর বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়ে মনোমোহন বসুর 'হরিশ্চন্দ্র' নাটক অভিনীত হয়। উহার কাল—১৮৭৫ সনের জানুয়ারি মাস।

কলিকাতায় ও মফস্বলে অন্যান্য অভিনয়

পূর্বে যে-সকল নাট্যশালার কথা বলা হইল, সেগুলি এ-যুগের বড় বড় নাট্যশালা। এগুলি ছাড়া কলিকাতায় এই কয়েক বৎসরের মধ্যে আরও অনেক অভিনয় হইয়াছিল, কতকগুলি নাট্যশালারও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। স্থায়ী ফল দেখা যাক আর নাই যাক, সে-যুগের বাঙালীদের মধ্যে নাট্যশালা ও অভিনয়ের দল গঠন করা সম্বন্ধে উৎসাহের কোন অভাব ছিল না। কলিকাতার প্রত্যেক পল্লীতেই বড়লোকের ছেলেরা শখের থিয়েটার ফাঁদিয়া বসিতেন। এই সকল অভিনয়ের বিস্তৃত বিবরণ দিবার চেষ্টা না করিয়া আমরা কেবল একটি অভিনয়ের উল্লেখ করিব।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা নবেম্বর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জোড়াসাঁকো, কয়লাহাটার বাড়িতে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত 'কিছু

কিছু বুঝি' নামক একটি প্রহসনের অভিনয় হয়। এই প্রহসনটি পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে অভিনীত 'বুঝলে কি না' প্রহসনের অনুকরণে রচিত। এই প্রহসনের মুখবন্ধে লেখক বলিতেছেন,—"কয়লাহাটা বঙ্গনাট্যালয়ের অধ্যক্ষ-বৃন্দ অভিনয়ার্থে দেশাচার-সংশোধন-বিষয়ক একখানি প্রহসন আমাকে প্রস্তুত করিতে বলায়, সুরাসেবন, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা, অপব্যয় ও অল্প-বয়স্ক বালকগণ নাটকাভিনয়ে অধ্যয়নে বঞ্চিত হওয়া, ইত্যাদি কয়েকটি প্রস্তাবে এই 'কিছু কিছু বুঝি' প্রহসনখানি প্রস্তুত করিলাম।" লেখক নিজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই কৈফিয়ৎ দিলেও পুস্তকখানির বিষয়বস্তু বিশুদ্ধ সমাজ-সংস্কার নয়। যে-কোন কারণেই হউক, প্রহসনখানির সর্বত্র পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ির প্রতি প্রচ্ছন্ন কটাক্ষ ও আক্রমণ ছিল। প্রহসনখানি মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত করিবার সময়ে এই সকল অংশের অনেক বর্জন করা হয়; বিশেষ করিয়া দন্তবক্রের চরিত্র—যাহাতে শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে বিদ্রূপ করা হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ—তাহা মুদ্রিত পুস্তকে নাই। এই অভিনয়টি এক হিসাবে খুব উল্লেখযোগ্য। ইহাতেই সর্বপ্রথম অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী ও ধর্মদাস সুর, এক জন অভিনেতা হিসাবে ও আর এক জন রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষরূপে অবতীর্ণ হন। ধর্মদাস সুর এই অভিনয়ের জন্য রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং দন্তবক্র মুরাদআলী ও চন্দনবিলাসের ভূমিকা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী অতিশয় নিপুণভাবে অভিনয় করেন। ধর্মদাস সুর তাঁহার 'আত্মজীবনী'তে লিখিয়াছেন—

> কয়লাহাটার 'কিছু কিছু বুঝি' সম্প্রদায়ের যখন রিহার্সাল চলিতেছে, তখন মুস্তফি মহাশয় আমার শিল্পনৈপুণ্য সম্বন্ধে পরিচয় দিয়া ও তাঁহাদের সকলের মত লইয়া আমাকে ষ্টেজ ম্যানেজার করিলেন। আমার এই প্রথম প্রবেশ ও এই উন্নতি, মুস্তফিরও এই প্রথম প্রবেশ ও শিক্ষকতায় উন্নতি। উক্ত সম্প্রদায়ের কয়েক রাত্রি অভিনয় হইবার পর কোন বিশেষ কারণ বশতঃ উক্ত থিয়েটার উঠিয়া গেল।—'নাট্য-মন্দির,' ভাদ্র ১৩১৭, পৃ. ৯৭।

এবং অর্ধেন্দুশেখর সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'নটচূড়ামণি অর্ধেন্দুশেখর' পুস্তিকায় (পৃ. ১৭) বলিয়াছেন—

> 'কিছু কিছু বুঝি'তে অর্ধেন্দু অভিনয় করেন, সেই তাঁহার প্রথম রঙ্গমঞ্চে পদার্পণ। উক্ত শ্লেষ প্রহসনে তাঁহার তিনটী অংশ ছিল। তাহার একটী অংশ রাজবাটীর কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বিদ্রূপ। ইহাতে তিনি তাঁহার পিতৃষ্বসা-গৃহে বিরক্তিভাজন হন; তাঁহার পিতা তাঁহাকে অভিনয় করিতে নিষেধ করেন, কিন্তু নাট্যামোদী অর্ধেন্দু ক্ষান্ত হইলেন না, তাহাতে তাঁহাকে পিতৃষ্বসার [মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের জননীর] গৃহ পরিত্যাগ করিতে হয়।

এই অভিনয় খুব সফল হইয়াছিল। যেদিন এই প্রহসনের অভিনয় হয়, সেদিন অভিনয়স্থলে মাইকেল মধুসূদন দত্ত উপস্থিত ছিলেন। অভিনয়ের কৌশল দেখিয়া তিনি না-কি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "মৃত্তিকে রে বাবা মৃত্তিকে!" অর্থাৎ, এই অভিনয়ের তুলনায় পূর্বেকার আর-সব অভিনয় একেবারে মাটি!

যেমন এখন, সেকালেও তেমনই কলিকাতাই সব বিষয়ে বাংলা দেশের কেন্দ্র ছিল। কলিকাতায় নূতন কোন ফ্যাশন বা নূতন কোন হুজুক দেখা দিলে অনতিবিলম্বে তাহা মফস্বলে ছড়াইয়া পড়িত। নাট্যশালা ও নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। কলিকাতায় নাট্যাভিনয় প্রচলিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মফস্বলের ধনী ব্যক্তিরাও নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন।

পূর্বে আমাদের এইরূপ ধারণা ছিল যে, ডাঃ দুর্গাদাস করের 'স্বর্ণশৃঙ্খল নাটক' ১৮৫৬-৫৭ সনের কাছাকাছি বরিশালে অভিনীত হয়, এবং ইহাই মফস্বলে প্রথম নাট্যাভিনয়। এরূপ ধারণা যে ভিত্তিহীন সম্প্রতি তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে; নাটকখানি বরিশালে প্রথম অভিনীত হয় ১৮৬৯ সনের জুলাই মাসে। ইহার অনেক পূর্বে—১৮৫৮, ১লা জানুয়ারি হরিশ্চন্দ্র রায় চৌধুরীর উদ্যোগে যশোহরের অন্তর্গত রাঁড়ুলি গ্রামে স্থানীয় বঙ্গবিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গ সাফল্যের সহিত শকুন্তলা নাটকের অভিনয় করিয়াছিলেন।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০এ মার্চ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতির উদ্যোগে চুঁচুড়ায় শ্যামবাবুর ঘাটের নিকটে মল্লিক-বাড়িতে 'লীলাবতী' নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। পরবর্তী ৪ঠা এপ্রিল তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় চুঁচুড়ায় এই অভিনয়ের প্রশংসাসূচক দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল; তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল,—

চুঁচুড়ায় সম্প্রতি লীলাবতী নাটক অভিনয় হইয়া গিয়াছে।...অভিনয়টি অতি সুচারু পূর্বক হইয়াছিল। আমরা নাটক অভিনয়টি দেখিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়া আসিয়াছি। যদিও ইহা সম্পূর্ণরূপে দোষশূন্য হয় নাই তথাচ এদেশে যত উৎকৃষ্ট অভিনয় হইয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে এটি একটী।

অক্ষয়কুমার সরকার চুঁচুড়ার অভিনয়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশিলষ্ট ছিলেন। তাঁহার 'পিতা-পুত্র' শীর্ষক প্রবন্ধে এই অভিনয়ের ও অভিনয়ের উদ্যোগের একটি বিস্তৃত বর্ণনা আছে। সেটি উদ্ধৃত না করিলে চুঁচুড়ার অভিনয়ের বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকিবে।—

পিতা যখন যশোহরে, তখনই বঙ্গদর্শন প্রচারিত হয়,...পিতার যশোহরে থাকা সময়ের মধ্যে, আরও দুই চারিটি ঘটনা হয়। তাহার মধ্যে একটির সাহিত্যের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ বলিয়া উল্লেখ যোগ্য;—দীনবন্ধু বাবু প্রণীত লীলাবতী নাটকের অভিনয়। বঙ্কিম বাবুতে আমাতে লীলাবতীর একরূপ পরিবর্তন করি। নাটকে ভোলানাথের কন্যা অহল্যাকে লইয়া যে একটি উপকথা লাগান আছে, সেই ভাগটি পরিত্যাগ করা হয়। বঙ্কিম বাবু লীলাবতীর প্রণয়োন্মাদের অবস্থার Raving Scene প্রলাপ-দৃশ্য বসাইয়া দেন। আর টুক্‌রা টুক্‌রা পরিবর্তন বিস্তর করা হইয়াছিল। দীনবন্ধু বাবু প্রথমে কি কাটা হইয়াছে না হইয়াছে না জানিয়া, বলিয়াছিলেন যে, "এক একটি শব্দ কাটা হইয়াছে, আর আমার শরীর হইতে রক্তপাত হইয়াছে। তবে বঙ্কিম ভাই, আর অক্ষয় ছেলে, ইহাদের ভালবাসি বলিয়া, আমার শরীরে জ্বালা লাগে নাই।" এই অভিনয় রঙ্গে ৭।৮টি গান ছিল; দুই একটি আমার কৃত; আর অনেকগুলি সঞ্জীব বাবুর রচিত। তাহার একটি উল্লেখ করা আবশ্যক। এক

সময়ে এই গানটি আমি বৈদ্যনাথ, বহরমপুর, নাটোর, কলিকাতা এবং আমাদের অঞ্চলে সমানে গাহিতে শুনিয়াছি।

পিলু, যৎ।

আগে যদি জানিতাম কপাল আমার,
দলিতাম আশালতা অঙ্কুরে তাহার।
যত পেলে আঁখি জল, তত সে হ'ল প্রবল,
এখন লতা ভরে—তরু মরে কে করে বিহিত তার?

বোধ করি ১৮৭২ সালের গুডফ্রাইডের সময় চুঁচুড়ার প্রসিদ্ধ মল্লিক বাড়ীতে লীলাবতীর প্রথম অভিনয় হইল। কলিকাতা হইতে দীনবন্ধু বাবু প্রভৃতি, যশোহর হইতে পিতা প্রভৃতি, ভাটপাড়া হইতে ভট্টাচার্যগণ, কাঁটালপাড়া হইতে সঞ্জীব বাবু প্রভৃতি, আমাদের স্বগ্রামের মহারাজ দুর্গাচরণ লাহা প্রভৃতি শুরবীর রথীগণ শ্রোতা। বঙ্কিম বাবু গুডফ্রাইডের ছুটি পাইয়াও আসিতে পারেন নাই। বাগবাজারের নীলদর্পণের দল অর্থাৎ অমৃতলাল বসু প্রভৃতি তাঁহারাও নিমন্ত্রিত শ্রোতা।

খুব চুটিয়ে অভিনয় হইল। তখন থিয়েটরে "কীর্ত্তন" প্রবেশ করে নাই, আমরা লীলাবতীর মুখে খাঁটি মনোহরসাহী সুর লাগাইয়াছিলাম।—

কে বলে গোকুলে আমার কানাই নাই?
আমি সতত তার অঙ্গের সৌরভ পাই।
আমার হিয়ার মাঝে, ও তার নূপুর বাজে,
ঐ রুণু ঝুনু বাজে, তোরা শোন গো সবাই।

এই সুরে সকলে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। পাউন্ড শিলিং পেন্স গণনায় যাপিত-জীবন মহারাজকে সকলে কঠোরপ্রাণ বলিয়া জানিত, তিনিও বালকের ন্যায় কাঁদিয়া আকুল। দীনবন্ধু বাবু আমাদের সাত খুন মাপ করিলেন, আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ভাটপাড়ার ভট্টাচার্য্য মহাশয়রা ত দুই হাতে দুই পায়ের ধূলা লইয়া, মহাআনন্দে মহা আশীর্ব্বাদ করিলেন। বলিলেন 'যেমনটা শ্রোত ছেলাম, তেমনটাই দ্যাখলাম।' সে রাত্রিতে আমাদের কিন্তু অসম্পূর্ণতা ছিল। ললিত-লীলাবতীর মিলনের পরিচায়ক তেমন একটি ভাল গান বাঁধা হয় নাই। আমরা করিলাম কি, প্রাচীন খেমটা গান ভাঙ্গিয়া :—

আয় আয় মকর গঙ্গাজল!
লীলাবতীর বিয়ে হবে, সইতে যাব জল।
কোথা গো লবঙ্গ লতা, কোথা গো উর্ব্বশী কোথা, ..

ঘোমটার ভিতর খেম্‌টা নাচ'ব ঝম্‌ঝমাইয়ে মল।

এইরূপ একটা গান করিয়া, সেদিনের আসর-রক্ষা, রস-রক্ষা, মান-রক্ষা করিলাম। পরদিন পিতাকে অনুরোধ করিলাম যে, সেক্সপিয়ারের টেম্পেষ্ট নাটকের শেষ মিলনের গানটি যেমন প্রস্‌পিরর উক্তিতে আছে, সেইরূপ লীলাবতীর শ্রীনাথ মামার উক্তিতে একটি গান আমাদের

করিয়া দিতে হইবে। তিনি স্বীকৃত হইলেন। বিশেষ করিয়া শ্রীনাথ মামা বলিবার অভিপ্রায় এই যে, আমাদের স্বগ্রামবাসী দীননাথ ধর দাদা শ্রীনাথের রঙ্গ করিতেন; তিনি আমাদের অভিনয় সমিতির একজন অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তাঁহার গান-শক্তিও বেশ ছিল। এখনও আছে।

পিতা পরদিন যশোহর চলিয়া গেলেন। তার পরদিন পেঁছিন পত্রের সঙ্গে গান আসিল। পিতা গাড়ীতেই গানটি রচনা করিয়াছিলেন। আমাদের গাওয়া সেই সুর, সেই তাল,—

আজি কি সুখের উদয়!
লীলার সঙ্গে ললিতের আজ দিলাম পরিণয়॥
দুখ-তম তিরহিল, সুখ-ভানু প্রকাশিল,
রোদনের পুরী হলো আনন্দ আলয়।
যদি সব সভা-জন, এই সুখে সুখী হন,
বুঝিব সফল শ্রম, সফল আশয়॥

তাহার পরের কয়বারকার অভিনয়ে, আমরা এই গান গাহিয়া মাত্ করিয়াছিলাম।

সাধারণ রঙ্গালয়—উদ্যোগপর্ব

যে-সকল নাট্যশালার বিবরণ দেওয়া হইল, তাহাতে একটি নাট্যশালার উল্লেখ করা হয় নাই। সেটিই অবশেষে কলিকাতার প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়ে পরিণত হয়। উহার নাম ছিল 'বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার'। পরে এই নাম পরিবর্তিত করিয়া 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ' রাখা হয়। সে-যুগে কলিকাতার চারি দিকে যখন নাট্যাভিনয় হইতেছিল, তখন বাগবাজারের জনকয়েক যুবকের মনেও নাটকাভিনয়ের ইচ্ছা জাগে। ইঁহাদের মধ্যে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাধামাধব কর ও অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা সকলেই পরবর্তী কালে বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। এই দলের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাগবাজারের শখের দল প্রথমে দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' নাটক অভিনয় করেন। প্রথম অভিনয় হয়—১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তমীপূজার রাত্রিতে বাগবাজারে দুর্গাচরণ মুখুয্যের পাড়ায় প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়িতে। পর-বৎসর শ্রীপঞ্চমীর রাত্রিতে রায় রামপ্রসাদ মিত্র বাহাদুরের বাড়িতে এই নাটকের চতুর্থ অভিনয় হয়; দীনবন্ধু মিত্র এই অভিনয়ে দর্শক ছিলেন। গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন—

কৃতবিদ্য বন্ধুগণে বেষ্টিত হইয়া গ্রন্থকার দীনবন্ধু বাবু, রায় বাহাদুর রামচন্দ্র মিত্র মহোদয়ের ভবনে, উক্ত অবৈতনিক সধবার একাদশী সম্প্রদায়ের অভিনয় দর্শনার্থে আসেন। অর্ধেন্দুর 'জীবনচন্দ্রের' ভূমিকা (Part)। জীবনচন্দ্রের অভিনয় দর্শনে সকলেই মুগ্ধ। স্বয়ং গ্রন্থকার অর্দ্ধেন্দুকে বলেন, "আপনি অটলকে যে লাথি মারিয়া চলিয়া গেলেন, উহা improvement on the author. আমি এবার সধবার একাদশীর নূতন সংস্করণে অটলকে লাথি মারিয়া গমন লিখিয়া দিব"—'নট-চূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখর', পৃ. ৫।

'সধবার একাদশী' অভিনীত হইবার পর বৎসরাধিক কাল বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার কর্তৃক আর কোন অভিনয় প্রদর্শিত হয় নাই। কিন্তু অনেক দিন ধরিয়া 'লীলাবতী'র মহলা চলিতেছিল। এই উদ্যোগ সমাপ্ত হইলে তাঁহাদের প্রথম অভিনয় হইল ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মে (৩০ বৈশাখ ১২৭৯)। উহার জন্য শ্যামবাজারের রাজেন্দ্রনাথ পালের বহির্বাটীর প্রাঙ্গণে রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হইয়াছিল। এই অভিনয়ের সময়ে বাগবাজারের দলের নাম ছিল 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ'।

'লীলাবতী' অভিনয়ে যে-যে অভিনেতা যে-যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল—

হরবিলাস ও দাসী	...	অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী
ক্ষীরোদবাসিনী	...	রাধামাধব কর
ললিতমোহন	...	গিরিশচন্দ্র ঘোষ
হেমচাঁদ	...	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
লীলাবতী	...	সুরেশচন্দ্র মিত্র
শ্রীনাথ	...	শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
রঘু উড়িয়া	...	হিঙ্গুল খাঁ
নদেরচাঁদ	...	যোগেন্দ্রনাথ মিত্র
শারদাসুন্দরী	...	অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)
ভোলানাথ	...	মহেন্দ্রলাল বসু
মেজ খুড়ো	...	মতিলাল সুর
রাজলক্ষ্মী	...	ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
যোগজীবন	...	যদুনাথ ভট্টাচার্য

'লীলাবতী' অভিনয়ের প্রশংসা চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল। পর-পর তিনটি শনিবার অভিনয় হওয়া সত্ত্বেও অনেকে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন—

শ্যামবাজারের রাজেন্দ্রনাথ পালের বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণে রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত; দৃশ্যপটগুলি ধর্ম্মদাস বাবুর তুলিতে অঙ্কিত, সামান্য চাঁদার অর্থে কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে; কিন্তু অভিনয়ের সুখ্যাতি এত বিস্তৃত, যে দলে দলে লোক টিকিটের জন্য উমেদার।....

'লীলাবতী' অভিনয়ের অতিশয় প্রশংসা হইল। অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হইয়া দীনবন্ধু বাবু আমায় বলিয়াছিলেন, "তোমাদের অভিনয়ের সহিত চুঁচুড়া দলের তুলনাই হয় না,— আমি পত্র লিখিব—দুয়ো বঙ্কিম!"

'লীলাবতী' অভিনয়ের আশাতীত সাফল্যে প্রথমে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে, টিকিট বিক্রয় করিয়া কলিকাতায় একটি সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপনের কল্পনা উদিত হয়। এই কল্পনা কিরূপে কার্যে পরিণত হয়, সে-কথা পরবর্তী অধ্যায়ের বিষয়।

সাধারণ রঙ্গালয়—ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা

বহু বৎসর ধরিয়া শখের থিয়েটার করার ফলে এদেশে নাট্যাভিনয়ের যথেষ্ট উৎকর্ষ হইয়াছিল। সাধারণ রঙ্গালয়ের উৎপত্তিও ঘটনাচক্রে একটি শখের দল হইতেই হয়। সুতরাং বাংলা দেশে নাট্যাভিনয়ের উন্নতি ও প্রসারে শখের থিয়েটারের কৃতিত্ব কম নয়। কিন্তু শখের অভিনয়ে বাঙালী জনসাধারণের নাট্যাভিনয় দেখিবার আগ্রহ তৃপ্ত হয় নাই। এই সকল অভিনয় প্রায়ই কোন-না-কোন অভিজাত-বংশীয় ধনীর উৎসাহে ও সাহায্যে তাঁহার নিজের বাড়িতে বা বাগান-বাড়িতেই হইত। তাহাতে উদ্যোগকর্তার গণ্যমান্য আত্মীয়-বন্ধুবর্গ ও পরিচিত জনেরা সাদরে নিমন্ত্রিত হইলেও সাধারণের অবারিত প্রবেশ ছিল না। রবাহূত হইয়া গেলেও বিমুখ হইয়া ফিরিবার ভয় ছিল। সুতরাং তখনকার দিনে ইচ্ছা হইলেই সকলের পক্ষে উৎকৃষ্ট নাটকাভিনয় দেখা সম্ভব হইত না। ইহা ছাড়া আর একটি অসুবিধাও ছিল। তখন পর্যন্ত বাংলা দেশে অবিচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিকভাবে নাট্যাভিনয় আরম্ভ হয় নাই। কোন ধনী বা বিদ্যানুরাগী ব্যক্তির উৎসাহে মাঝে মাঝে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা ও অভিনয়ের হুজুক দেখা যাইত বটে, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু, মত-পরিবর্তন বা উৎসাহ-লোপ হইলে সে-নাট্যশালাও সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইত, এবং আর এক জন নাট্যানুরাগী ব্যক্তির আবির্ভাব না-হওয়া পর্যন্ত প্রতীক্ষা করা ছাড়া উপায় ছিল না। এই সকল কারণে 'শকুন্তলা', 'কুলীন কুলসর্বস্ব', 'রত্নাবলী', 'শর্মিষ্ঠা' প্রভৃতি অভিনয় হইবার পরও আমরা বাংলা পত্রিকায় নাট্যাভিনয়ের অভাব সম্বন্ধে অভিযোগ ও ব্যাকুলতা দেখিতে পাই। ইহার ফলে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে আহিরীটোলার রাধামাধব হালদার এবং যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'দি ক্যালকাটা পাবলিক থিয়েটার' নামে জনসাধারণের জন্য একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। বাগবাজারের যে-কয়টি যুবক মিলিয়া 'লীলাবতী' নাটকের অভিনয় করেন, তাঁহাদের দ্বারাই পরিশেষে এই অভাব পূর্ণ হয়। তাঁহাদের দলই 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম লইয়া কলিকাতায় প্রথম পেশাদারী নাট্যশালা পত্তন করেন। 'লীলাবতী'র অভিনয়েই এই নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়। এই নাট্যশালা কলিকাতার প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় হইলেও অভিনয় দেখাইয়া পয়সা রোজগারের উদ্দেশ্যে উহা স্থাপিত হয় নাই। শখের থিয়েটার রূপেই ইহা জন্মলাভ করে। নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু লিখিয়াছেন—

নিজেদের জীবিকার উপায় মনে ক'রে আমাদের মধ্যে এক জনও তখন টিকিট বিক্রয় ক'রে থিয়েটারের অভিনয় করবার কল্পনা মাথায় নেন নি। এখন একটা সখের থিয়েটার বসালে ষ্টেজ, সিন, সাজ-গোজ, পোষাক, হয় চেয়ে নয় ভাড়ায় সহজেই পাওয়া যায়। তখন আর্শি, বুরুষ, চিরুণীখানি পর্যন্ত কিনতে হ'ত—নয় নিজেদের বাড়ী থেকে ভুলিয়ে, নয় আব্দার ক'রে চেয়ে নিতে হ'ত, মেয়ে সাজবার শাড়ী ও গয়না ঐ উপায়ে সংগ্রহ করা গেছে। পাড়ার লোকের কাছে বার বার চাঁদা চাইতে গেলে তাঁরা সব বিরক্ত হতেন, এটা একেবারে দোষের কথা নয়। নগেনের মাথাতেই প্রথম মতলব আসে যে, সাহেবরা যেমন টিকিট বেচে

সব খরচ চালায়, আমাদের মাইনে পত্তর দেওয়া টেওয়া নেই, শুধু সিন, পোষাক, পরচুল প্রভৃতি প্রস্তুত ক'রে আলো জ্বালিয়ে ৫।৭ রাত্রি একখানা বইয়ের অভিনয় চালাবার খরচ কেন আমরা ঐ রকম টিকিট বিক্রি ক'রে চালাতে পারব না। আর একটা কারণেও টিকিট বিক্রীর কল্পনা হয়; সখের থিয়েটারের কর্তৃপক্ষরা অভিনয় দেখাবার জন্যে নিজেদের পরিচিত আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদেরই টিকিট পাঠিয়ে নিমন্ত্রণ করতেন, অপর ভদ্রলোক টিকিটের জন্য প্রার্থনা ক'রে কখনও বা সফল, কখন বা বিফলমনোরথ হতেন, আবার অনেকে দরজা পর্যন্ত এসে ফিরে যেতে বাধ্য হতেন, সময়ে সময়ে কেউ কেউ যে অপমানিত হতেন না, এ কথা জোর ক'রে বলতে পারি নে; প্রবেশের মূল্য ধার্য হ'লে অনেকে অন্ততঃ একটা আধুলি দিয়েও সম্মানের সঙ্গে বসতে পাবেন। সাধারণ থিয়েটার খোলার এও একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। ('মাসিক বসুমতী', জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪)।

কিন্তু বিনা মতান্তরে ও মনান্তরে এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইল না। 'লীলাবতী' অভিনয়ের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া বাগবাজারের দল যখন দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের জন্য মহলা দিতে শুরু করেন, তখন এই প্রস্তাব কার্যকর করিবার কথা উঠিল এবং ইহাও বলা হইল যে, এই নূতন নাট্যশালার 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামকরণ করা হউক। এই প্রস্তাবে নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে অনেকেই রাজী হইলেন, হইলেন না কেবল গিরিশচন্দ্র। আপত্তির কারণ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন—

নীলদর্পণ শিখাইবার অংশ অদ্যাবধি জীবিত ধর্মদাস বাবু আমাকে কাগজকলমে দেন।... ন্যাসানাল থিয়েটার নাম দিয়া, ন্যাসানাল থিয়েটারের উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম ব্যতীত, সাধারণের সম্মুখে টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় করা আমার অমত ছিল। একেই তো তখন বাঙ্গালীর নাম শুনিয়া ভিন্নজাতি মুখ বাঁকাইয়া যায়, এরূপ দৈন্য অবস্থা ন্যাসানাল থিয়েটারে দেখিলে কি না বলিবে—এই আমার আপত্তি। ন্যাসানাল থিয়েটার নামে অনেকেই বুঝিবে যে ইহা জাতীয় রঙ্গমঞ্চ, বঙ্গের শিক্ষিত ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের সমবেত চেষ্টায় ইহা স্থাপিত। কিন্তু কয়েকজন গৃহস্থ যুবা একত্র হইয়া ক্ষুদ্র সরঞ্জামে ন্যাসানাল থিয়েটার করিতেছে, ইহা বিসদৃশ জ্ঞান হইল। এই মতভেদ।

উত্তরে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্ধেন্দুশেখর প্রভৃতি বলিলেন, বড় বাড়ি ও ভাল রঙ্গমঞ্চ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার, এত ব্যয় করা যখন তাঁহাদের সাধ্যাতীত, তখন তাঁহাদের যেরূপ সামর্থ্য, সেইরূপ আয়োজনেই নাট্যশালার কাজ আরম্ভ করা হউক। পরিশেষে টিকিট-বিক্রয়ের প্রস্তাবই বজায় রহিল, গিরিশচন্দ্র দল ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

গিরিশচন্দ্রকে বাদ দিয়াই অর্ধেন্দুশেখর প্রভৃতির উদ্যোগে 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের আয়োজন চলিতে লাগিল। 'লীলাবতী' অভিনয় করিবার সময় আখড়া বসিত গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে। 'নীলদর্পণ' নাটকের মহলা ভুবনমোহন নিয়োগীর আনুকূল্যে রসিক নিয়োগীর ঘাটের উপরে ভুবনবাবুর বাড়ির দোতালায় হইতে লাগিল। এই উদ্যমে 'অমৃত বাজার পত্রিকা'-সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ, 'মধ্যস্থ'-সম্পাদক মনোমোহন বসু, 'ন্যাশনাল পেপার'-সম্পাদক নবগোপাল মিত্র প্রভৃতি উৎসাহ দিতে লাগিলেন। ১৮৭২

খ্রীষ্টাব্দে জগদ্ধাত্রীপূজার সময় নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে 'নীলদর্পণে'র ড্রেস-রিহার্সাল হইয়া গেল। এই সময়েই (নবেম্বর, ১৮৭২) অমৃতলাল বসু মহাশয় আসিয়া দলে জুটিলেন; তিনি 'লীলাবতী' মহলা দিবার সময় কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছিলেন।

রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করিবার জন্য মাসিক ৪০্ টাকা ভাড়ায় চিৎপুরে 'ঘড়িওয়ালা বাড়ি' নামে খ্যাত, মধুসূদন সান্যালের সুবৃহৎ অট্টালিকার বহির্বাটীর উঠানটি লওয়া হইল। ওই স্থানেই বিনা আড়ম্বরে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতে লাগিল। পরে ধর্মদাস সুরের কর্তৃত্বে স্টেজ তৈয়ার হইয়া গেলে ঠিক হইল, ৭ই ডিসেম্বর তারিখে প্রথম অভিনয় হইবে।* অভিনয়ের পূর্বে ১৯ নবেম্বর ১৮৭২ তারিখের 'সুলভ সমাচারে' নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়—

কলিকাতা ন্যাসনেল থিয়েট্রিকেল সোসাইটি।

সর্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমরা আগামী ৭ই ডিসেম্বর শনিবার তারিখে শ্রীকৃষ্ণ মল্লিকের বাটীর সম্মুখে মৃত মধুসূদন শান্যাল মহাশয়ের বাটীতে রঙ্গ ভূমির ও বঙ্গ ভাষার অঙ্গপুষ্টির নিমিত্ত রঙ্গভূমে আবির্ভূত হইতে ইচ্ছুক ও যত্নবান্ হইয়াছি। সে দিন নীলদর্পণের অভিনয় হইবে।

টিকিটের মূল্য।

প্রথম শ্রেণী	...	...	১ টাকা
দ্বিতীয় শ্রেণী	...	...	৷৷০ আনা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক
শ্রীধর্মদাস শূর, ষ্টেজমেনেজর।

ন্যাশনাল থিয়েটারে 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় হয় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই ডিসেম্বর। এই অভিনয়ে কে কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা অমৃতলাল বসুর স্মৃতিকথা হইতে নিম্নে দেওয়া গেল। সঙের মন্তব্যও অমৃতবাবুরই।

---

* ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ নবেম্বর তারিখের 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়—

A New Native Thearical Society.—A few native gentlemen, residents of Bagh Bazar, have established a Theatrical Society, named "The Calcutta National Theatrical Society," their object being to improve the stage, as also to encourage native youths in the composition of new Bengali dramas from the proceeds of sales of tickets. The attempt is a laudable one, and is the first of its kind. The first public performance is to take place on the 7th proximo, on the premises of the late Babu Madhusudan Sandel, Upper Chitpore Road.

অর্ধেন্দু	...	উড্ সাহেব, সাবিত্রী, গোলোক বসু, একজন চাষা রায়ৎ।
নগেন্দ্র	...	নবীনমাধব।
কিরণ (নগেন্দ্রের ভাই)	...	বিন্দুমাধব (নবীনমাধবের ভাই)।
শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	গোপীনাথ দাওয়ান।
মতিলাল সুর	...	রাইচরণ ও তোরাপ। (মতিলালের মত তোরাপ আর কেহ কখনও সাজিতে পারিল না।)
মহেন্দলাল বসু	...	পদী ময়রাণী।
শশিভূষণ দাস (বিসাড়ী)	...	আমিন, পণ্ডিতমশাই, কবিরাজ।
পূর্ণচন্দ্র ঘোষ [?]	...	লাঠিয়াল। (ইনি বেশী দিন অভিনয় করেন নাই।)
গোপালচন্দ্র দাস	...	আদুরী, একজন রায়ৎ।
যদুনাথ ভট্টাচার্য	...	একজন রায়ৎ।
অবিনাশচন্দ্র কর	...	রোগ্ সাহেব। (এই একটী পার্ট সে প্লে করিল; তেমনটি আর কেহ পারিল না। আমিও রোগ্ সাহেবের পার্ট প্লে করিয়াছি, কিন্তু অবিনাশের মত হয় নাই।)
গোলোক চট্টোপাধ্যায়	...	খালাসী।
ক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলী	...	সরলা। (চমৎকার প্লে করিতেন)
অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (ওরফে বেলবাবু বা কাপ্তেন বেল)		ক্ষেত্রমণি।
তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়	...	রেবতী। (এমন চমৎকার রেবতী আর কেহ কখনও হইতে পারিল না। বেচারা শেষটা পাগল হইয়া মারা গেল।)
আমি [অমৃতলাল বসু]	...	সৈরিন্ধ্রী।
ধর্মদাস সুর ও যোগেন্দ্রনাথ মিত্র (এঞ্জিনিয়ার)		ষ্টেজের অধ্যক্ষ। (ইঁহারাই পরে ষ্টার থিয়েটরের বাড়ী তৈয়ারি করিয়া দেন।)
কার্তিকচন্দ্র পাল	...	Dresser.
নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	কমিটির সেক্রেটারী।
বেণীমাধব মিত্র	...	কমিটির প্রেসিডেণ্ট। (ইনি যে থিয়েটরের বিষয় বেশী কিছু বুঝিতেন, তাহা নহে। আপিসে চাকরি করিতেন, বয়সে বড়, মুরুব্বি হইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলেন। তাঁহাকে থিয়েটরে সাজিবার জন্য কখনও অনুরোধ করা হয় নাই।)

১২ই ডিসেম্বর (বৃহস্পতিবার) তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় প্রথম অভিনয়ের যে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল—

ন্যাসনাল থিয়েটার

নীলদর্পণ অভিনয়।—গত শনিবারে নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। নাটকের অভিনয় কলিকাতা সহরে বা মফস্বলেও নূতন নহে। কিন্তু এ সেরূপ অভিনয় নহে। খোসপোশাকী বাবুদিগের বৈঠকী সকের অভিনয় নহে। সে সকলের স্থায়িত্ব অনেক অব্যবস্থিতচিত্তের প্রসাদের উপর নির্ভর করে, তাহাতে প্রায়ই সাধারণের মনোরঞ্জন হইবার সম্ভাবনা নাই। নীলদর্পণের অভিনেতৃগণ সমাজবদ্ধ হইয়া এই অভিনয় কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন। তাঁহারা টিকিট বিক্রয় করিতেছেন ও সেই অর্থে অভিনয়সমাজের উন্নতি ও পুষ্টি সাধন করিবেন মানস করিয়াছেন। আমরা একান্ত মনে তাঁহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি। এখন সকলে দেখিতে পারিবে অভিনয় ক্রিয়া চিরস্থায়িনী হইবে। মাছের তৈলে মাছ ভাজা চলিবে, কাহারো খোসামোদ করিতে হইবে না। আর এরূপ অভিনয়সমাজ দেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে আর একটি মহৎ ফল ফলিবে। উপযুক্ত গ্রন্থকারগণ নাটক লিখিতে উৎসাহিত হইবেন, ভরসা অচিরাৎ আমরা দুই এক খানি ভাল নাটক পাঠ করিতে পারিব।

অভিনয় সুচারু হইয়াছিল। আমরা পরিতৃপ্ত হইয়াছি। প্রথমে সূত্রধর যখন গানের পর 'আমাকে অর্থলোভীই বলুক আর যে যা বলুক, আমি দর্শকবর্গের উৎসাহ পাইলেই কর্তব্যকর্ম সাধনে পরাঙ্মুখ হইব না' এই বলিয়া কিঞ্চিৎ সদর্প, কাতর স্বরে নিজ মনোবেদনা নিবেদন করিলেন, তখন আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, বাস্তবিক তিনি অসারগ্রাহী অল্প বিবেচক লোক কর্তৃক কটুবাক্যে পীড়িত হইয়াছেন। কিন্তু বঙ্গ সাহিত্য সমাজ তাঁহাকে উৎসাহ দানে কখনই বিমুখ হইবে না। আমরা ভরসা করি, এই অভিনয়সমাজ সকল বৈরী বাক্য অবহেলা পূর্বক স্বকার্য সাধনে নিযুক্ত থাকিবেন।...

অভিনেতৃগণের মধ্যে আমরা তোরাপেরই সম্যক প্রশংসা করি। তেজস্বী, প্রভুভক্ত তোরাপের চরিত্র সুন্দর প্রদর্শিত হইয়াছিল। গোলোক বসু ও গোলোক বসুর গৃহিণীর চরিত্র একজন কর্তৃকই অভিনীত হইয়াছিল। ইনি একটি পাকা লোক। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ইনি গৃহিণীর চরিত্র তেমন সুন্দর রূপ দেখাইতে পারেন নাই। সাবিত্রী ও রেবতী অতি উত্তম, সৌরিন্ধ্রী তত ভাল হয় নাই। কিন্তু তাঁহার রোদনস্বর অপূর্ব বলিতে হইবে। সরলা অতি সুশীলা, প্রকৃত ছোট বৌই বটে। আদুরি—উত্তম। আর অধিক সমালোচনের প্রয়োজন নাই। সকলেই আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন। অভিনয় ক্রিয়াও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। আমরা নিকটে বসিয়াছিলাম দৃশ্য সকলের বর্ণচাতুর্য তত উপলব্ধি করিতে পারি নাই। কোন দোষও দেখি নাই। কিন্তু সঙ্গীত ভাগে কেহই তৃপ্ত হন নাই। শুনিলাম এই ন্যাসনাল থিয়েটার কোন বড় মানুষের বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই। এটি একটী সামান্য কথা নহে। দেশের একটী প্রকৃতির স্ফূর্তি পাইতে চলিল। এমন সকল কার্যের আমরা নিয়ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। অভিনয়সমাজ চিরস্থায়ী হউক এবং দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে থাকুক।

প্রথম দিনের অভিনয়ে টিকিট বিক্রয় করিয়া চারি শত টাকা আয় হয়।

'নীলদর্পণ' নাটকের প্রথম ও দ্বিতীয় অভিনয়ের মধ্যে ন্যাশনাল থিয়েটার কর্তৃক দীনবন্ধুর 'জামাই বারিক' অভিনীত হয় (১৪ ডিসেম্বর)। এই অভিনয় সম্বন্ধে 'ন্যাশনাল পেপারে'র বিবরণে রঙ্গমঞ্চের ব্যবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটি জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি, দ্বিতীয় দিনে আসন ও আলোর ব্যবস্থা প্রথম দিনের অপেক্ষা ভাল হয় এবং বিলাতী বাদ্যের পরিবর্তে লক্ষ্ণৌয়ের বাদকদের দ্বারা দেশী বাজনার বন্দোবস্ত হয়; তাহা ছাড়া রঙ্গমঞ্চের সান্নিধ্যে ধূমপান বা কোনরূপ গর্হিত আচরণও নিষিদ্ধ হইয়াছিল এবং রঙ্গমঞ্চ-পরিচালনের সুব্যবস্থার জন্য একটি ম্যানেজিং কমিটিও নিযুক্ত হইয়াছিল। এই পত্রিকাতেই ইহাও প্রকাশিত হয় যে, 'জামাই বারিকে'র অভিনয়ে আড়াই শত টাকার টিকিট বিক্রয় হয়।

'ন্যাশনাল পেপার' অভিনয়ের বিবরণ দিয়া উদ্যোক্তাদিগকে একটি উপদেশ দিয়াছেন। উপদেশটি অভিনয় দেখিবার জন্য মহিলাদিগকে আনা সম্বন্ধে। 'ন্যাশনাল পেপার' এ-বিষয়ে নাট্যশালার কর্তৃপক্ষকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিতেছেন যে, আমাদের সমাজের এখন একটা পরিবর্তনের যুগ, এখনও কাহারও খামখেয়ালকে সংযত করিবার মত জনমত গড়িয়া উঠে নাই, সুতরাং সর্বসমক্ষে ভদ্রমহিলাদিগকে আনা সুবিবেচনার কার্য হইবে না। ন্যাশনাল থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ 'জামাই বারিকে'র অভিনয় দেখিবার জন্য মহিলাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সেই জন্যই এই উপদেশ।

'জামাই বারিকে'র পর ন্যাশনাল থিয়েটার পুনরায় 'নীলদর্পণ' অভিনয় করেন। কিন্তু এই অভিনয়ের আগের দিন (২০এ ডিসেম্বর) 'ইংলিশম্যান্' পত্র সম্পাদকীয় মন্তব্য করেন যে, এই নাটক ইংরেজদের মানহানিকর, সুতরাং উহার অভিনয় বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। 'ইংলিশম্যান্' লেখেন—

A Native paper tells us that the play of *Nil Darpan* is shortly to be acted at the National Theatre in Jorasanko. Considering that the Revd. Mr. Long was sentenced to one month's imprisonment for translating the play, which was pronounced by the High Court a libel on Europeans, it seems strange that Government should allow its representation in Calcutta, unless it has gone through the hands of some competent censor, and the libellous parts been excised.

উত্তরে নাট্যশালার সেক্রেটরী একখানি পত্রে 'ইংলিশম্যানে'র পাঠকবর্গকে জানান যে, 'নীলদর্পণ' নাটকের মানহানিকর অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছে। এই কথা অভিনয়-শেষে রঙ্গমঞ্চ হইতে দর্শকগণকেও বিজ্ঞাপিত করা হয়। তিনি বলেন, 'নীলদর্পণ' নাটক অভিনয়ের উদ্দেশ্য বাংলা দেশের গ্রাম্য জীবনযাত্রার চিত্র দেখানো,—ইংরেজদিগকে বিদ্রূপ করা নয়, ইংরেজ-চরিত্রের প্রতি তাঁহাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে।

'নীলদর্পণে'র দ্বিতীয় অভিনয়ে রাজনারায়ণ বসু দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন। 'মধ্যস্থ' পত্রে (১৫ পৌষ ১২৭৯) প্রকাশ।—

সদ্বিদ্বান বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় এই অভিনয় দর্শন করিয়া এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, যে, অভিনয়ের পূর্বে তিনি মনে মনে অভিনেতৃগণের মধ্যে যাহার যেরূপ

আকৃতি প্রকৃতির ঔচিত্য কল্পনা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ যে প্রকার গঠনের লোক যেরূপ সজ্জায় যেরূপ ভঙ্গীতে যে সময় যে কথোপকথন করিবে আশা করিয়াছিলেন, অভিনয়কালে দেখিলেন, অবিকল সেইরূপ—ঠিক তাঁহার কল্পনারূপ হইয়াছে। এ প্রশংসা সামান্য গৌরবের নহে।...

'নীলদর্পণ' অভিনয়ের যে-সকল বৃত্তান্ত ও সমালোচনা এ-পর্যন্ত উদ্ধৃত করা হইল, তাহাতে প্রশংসা ও মৃদু সমালোচনা দুই-ই আছে, কিন্তু এগুলি ছাড়া এই অভিনয়ের আর দুইটি সমালোচনাও উদ্ধৃত করা উচিত। এই সমালোচনা দুইটি 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' প্রেরিত-পত্ররূপে প্রকাশিত হয়। পত্র দুইখানির অংশ-বিশেষ নিম্নে দেওয়া গেল।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৯এ ডিসেম্বর (বৃহস্পতিবার) তারিখের 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' প্রকাশিত "A Father"-স্বাক্ষরযুক্ত প্রথম পত্র—

Now the *National Paper* in its issue of the 12th notices a theatre, called The National Theatre. The worthy editor calls its institution "an event of national importance." The *Amrita Bazar Patrika* also writes a lengthy article on the subject. But will these journalists certify that the attendent evils of dramatic shews, which have been barely touched above, shall not germinate here, that there shall not be occasion to wean away lads from schools to fill the places of grown-up actresses ; that the projectors are men who by reason of their enlightenment, are able to direct ; that their positions in life are above corruption and they shall not for gain introduce anything "which is too mean or trivial for the entertainment of reasonable creatures" : that to move the passions and not feast the appetites shall ever be their noble end, that they are prepared to loose the patronage [of] hundreds of Reynolds-reading audience than merit the disapprobation of the thoughtful....We further observed in placards all over the town that ladies were invited to witness the *instructive* piece of *Jamaye Barick*. Whom did the projectors mean by the ladies ? What arrangements did they make for their reception ? The *Amrita Bazar* may call them who differ from it shallow or "traitors." Yet men who have any concern for public morality and seek the welfare of their children at heart, shall never cease to discountenance a company which has nothing but its project to recomend. Yours etc. A Father.

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ২৭এ ডিসেম্বর (শুক্রবার) তারিখের 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' প্রকাশিত "A Spectator"-স্বাক্ষরযুক্ত দ্বিতীয় পত্র—

Invited by puffs and placards, I took one of the front seats in expectation of a rich repast, when the curtain rose and the concert began its inharmonious tune. It ceased at last—and sweetly ceased.

Up goes the drop-scene next, and out comes the rickety stage with its repulsive hangings. The boards have evident marks of festive white ants, and the hand of a genuine Koomartooly artist was traceable in every line of the paintings. But let us pass these by ; though one may ask a "question queer," yet let us pass these by. Let us wink at the defective entrances and exits, and let us overlook the grotesque

impersonations. It would be to my purpose to confine myself to the actings of the principal parts only,...Syrendri, it seemed, belonged to some extinct race of mortals, whose weeping tone some antiquary might recognize : and it was a curious sight to see her drawling with the upper lip curved and the head-beating time.

এই পত্রগুলি সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, দুইটিই আগাগোড়া বিদ্রূপ ও নিন্দায় পরিপূর্ণ। অন্য যে-সকল সমালোচক 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের দোষত্রুটি দেখাইয়াছেন, তাঁহাদের দোষত্রুটি প্রদর্শনে অকারণ ঝাঁজ বা ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু এই পত্র দুইটিতে এ দুইটি জিনিসই সুস্পষ্ট। পত্রগুলি পড়িয়া মনে হয়, কেহ যেন আগে হইতেই নিন্দা করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, উহাতে নিরপেক্ষ সমালোচনার ইচ্ছা বা চেষ্টা কিছুই নাই। প্রকৃত প্রস্তাবেও পত্রগুলি নিরপেক্ষ ব্যক্তির রচিত নয়; কারণ, এগুলির রচয়িতা যে গিরিশচন্দ্র, তাহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। অমৃতলাল বসু তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়া গিয়াছেন—

'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় আমাদের অভিনয়ের একটা বিদ্রূপপূর্ণ সমালোচনা বাহির হইল। লোকে বলিল, নিশ্চয়ই ঐ চিঠিখানা গিরিশ বাবু লিখিয়াছেন। দু' এক ছত্র আমার মনে আছে, —Up goes the red rag; and appears in view the rickety stage with its repulsive hangings ইত্যাদি। সৈরিন্ধ্রীর বিশ্রী ওষ্ঠবিকৃতি (Sairindhri with her upper lips curved) উল্লেখ উক্ত পত্রে ছিল।—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায়, পৃ. ১০৮-০৯।

অমৃতলালের উক্তিতে সংবাদপত্রের নাম সম্বন্ধে ভুল থাকিলেও তাঁহার উক্তি সত্য বলিয়াই মনে হয়।* তাহা ছাড়া ১৯এ ডিসেম্বর তারিখের পত্রের একটি ইংরেজী ছত্র গিরিশচন্দ্রের 'বঙ্গীয় নাট্যশালায় নট-চূড়ামণি অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী' পুস্তিকাতেও পাওয়া যায়; পুস্তিকার ছত্রটি এই,—"নটের কার্য To give the airy nothing a local habitation and a name." অন্তত একটি পত্রের সহিত গিরিশচন্দ্রের কোন সংস্রব না থাকিলে এই বাক্যটি এই ভাবে দুই জায়গাতেই পাওয়া যাইত কি না সন্দেহ।

গিরিশচন্দ্র ন্যাশনাল থিয়েটারের সাফল্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া দল ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন; সেই দলই যখন অপ্রত্যাশিত ভাবে খ্যাতি ও প্রশংসা অর্জন করিল, তখন

---

* 'বিশ্বকোষে'র "রঙ্গালয় (বঙ্গীয়)" শীর্ষক প্রবন্ধে (১৩১২ সাল, পৃ. ১৯৩) এই কথার উল্লেখ আছে। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্তও লিখিয়াছেন, "আমরা শুনিয়াছি স্বয়ং গিরিশচন্দ্রই গুপ্ত নামে (nom de plume) "Fathers" স্বাক্ষর করিয়া *The Indian Daily News* নামক খ্যাতনামা সংবাদপত্রে এই সকল অভিনয়ের বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতেন।"—'নাট্য-মন্দির', পৌষ ১৩১৯, পৃ. ২৯৩। বলা বাহুল্য 'বিশ্বকোষ' ও কিরণ-চন্দ্রের উক্তিতেও সংবাদপত্রের নাম সম্বন্ধে ভুল আছে।

তাঁহার পক্ষে ধীরতা হারাইয়া অভিনয়ের নিন্দাবাদ এবং যাঁহারা এই অভিনয়ের প্রশংসা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে তিনি যে-সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার উদারতা ও সত্যনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবার বিষয়। অন্য কথা ছাড়িয়া দিয়া একটি মাত্র দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। তিনি তাঁহার প্রথম পত্রে অভিনয়ের দ্বারা যুবক ও বালকদের নৈতিক অবনতি হইতে পারে, এই ইঙ্গিত করিয়াছেন। যে-গিরিশচন্দ্র 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের পূর্বে এবং পরে সর্বদাই অভিনয় ও নাট্যশালার সহিত যুক্ত ছিলেন, এবং পতিতা রমণীদের সঙ্গে অভিনয় করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই, তিনি নিশ্চয়ই নৈতিক অবনতির কথা সরল বিশ্বাসের বশে বলেন নাই। তবে গিরিশচন্দ্রের সপক্ষে একটি কথা বলিবার আছে। তিনি যে কেবলমাত্র ছদ্মনামেই নিজের পূর্ব এবং পর-জীবনের বন্ধুবর্গের এবং ন্যাশনাল থিয়েটারের নিন্দা করিয়াছিলেন, তাহাই নহে; নিজ নামেও নিন্দা এবং ব্যঙ্গ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। 'নীলদর্পণ' অভিনয় হইয়া যাইবার অব্যবহিত পরেই তিনি এই অভিনয় সম্বন্ধে একটি ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেন। এই কবিতাটি গিরিশচন্দ্রের দুইখানি জীবনী ও অন্যান্য পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে। কবিতাটির শেষ চরণ "স্থানমাহাত্ম্যে হাড়ি শুঁড়ি পয়সা দে দেখে বাহার।"

এই গানটিতেও গিরিশচন্দ্রের বিদ্বেষ সুস্পষ্ট। তিনি লিখিয়াছেন, "গানের শ্লেষ এই—'স্থানমাহাত্ম্যে হাড়ি শুঁড়ি পয়সা দে দেখে বাহার'।" নীচ জাতি পয়সা দিয়া অভিনয় দেখিলে অভিনয়ের সাফল্য বা গৌরব হ্রাস হয়—গিরিশচন্দ্রের সত্যসত্যই এই বিশ্বাস ছিল কি? না তিনি কেবলমাত্র ন্যাশনাল থিয়েটারকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যেই এই অযৌক্তিক বা জাতি-বিশেষের প্রতি অপমানসূচক কথার প্রয়োগ করিয়াছিলেন?

'নীলদর্পণে'র দ্বিতীয় অভিনয়ের পর ন্যাশনাল থিয়েটারে 'সধবার একাদশী' অভিনীত হয়। এক জন গ্রন্থকারেরই নাটক বার বার অভিনয় করাতে দর্শকগণ পাছে বিরক্ত হয়, এই আশঙ্কায় নাট্যশালা কর্তৃপক্ষ 'সধবার একাদশী'র বিজ্ঞাপন দিবার সময়ে সর্ব্বসাধারণকে জানান যে, অন্য নাটকের অভাবে তাঁহাদিগকে যে-সকল পুস্তক বর্তমান, তাহারই অভিনয় করিতে হইতেছে, তবে তাঁহারা উপযুক্ত লোকের দ্বারা উৎকৃষ্ট নাটক লিখাইয়া লইবার ইচ্ছা রাখেন। সে যাহা হউক, ২৮এ ডিসেম্বর দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' কৃতিত্বের সহিত অভিনীত হইয়া গেল। ইহার পরের সপ্তাহে (৪ জানুয়ারি ১৮৭৩) ন্যাশনাল থিয়েটার কর্তৃক দীনবন্ধুর 'নবীন তপস্বিনী' অভিনীত হয়। 'নবীন তপস্বিনী'তে অর্ধেন্দু জলধরের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। এ-সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন—

> প্রতি গ্রন্থে অর্ধেন্দু প্রধান ও অতুলনীয়। তন্মধ্যে নবীন তপস্বিনীর 'জলধরে'র অভিনয় অতুলনীয় মধ্যে অতুলনীয়। নাটোরাধিপতি উচ্চ হৃদয় রাজা চন্দ্রনাথ তদ্দর্শনে বিভোর হইয়াছিলেন বলিলে ঠিক বর্ণনা করা হয় না।—'নটচূড়ামণি অর্ধেন্দুশেখর', পৃ. ৬।

অল্প দিনের মধ্যে এইরূপে নূতন নূতন পুস্তক অভিনয় দেখানো একটি কারণে

সম্ভব হইয়াছিল। এই সময় হইতেই নাট্যশালায় প্রম্‌টার রাখিবার প্রথা হয়। গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন—

পাঠক জানেন না, যে ন্যাশনাল থিয়েটার হইতেই প্রম্‌টার নামে একজন নেপথ্যে অভিনয়কারী সৃষ্টি হইয়াছে। প্রম্‌টারের বলেই ন্যাশানাল থিয়েটারে নূতন নূতন নাটক বুধবার ও শনিবারে হইত।—পৃ. ২৫।

'নবীন তপস্বিনী'র পর ন্যাশনাল থিয়েটারে 'লীলাবতী' অভিনীত হয় (১১ জানুয়ারি ১৮৭৩)।

এতদিন পর্যন্ত ন্যাশনাল থিয়েটারে একমাত্র শনিবারে অভিনয় হইত। 'লীলাবতী' অভিনীত হইবার পর হইতে বুধবারেও অভিনয় করিবার উদ্যোগ হয়। এই সময় হইতেই বাংলা নাট্যশালায় বুধবার ও শনিবার অভিনয় দেখাইবার রেওয়াজ হয়। প্রথম বুধবারের অভিনয় হয়—১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি। এই অভিনয়ের বিষয়—দীনবন্ধুর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' ও কয়েকটি প্যাণ্টোমাইম্‌। ইউরোপীয় রঙ্গভূমির অনুকরণে বাংলার রঙ্গভূমিতে প্যাণ্টোমাইম্‌ এই প্রথম প্রদর্শিত হইল। 'মধ্যস্থ' পত্রিকায় (৬ মাঘ ১২৭৯) এই অভিনয়ের যে বিস্তৃত বিবরণ ও সমালোচনা প্রকাশিত হয়, তাহাতে অনেক জানিবার কথা আছে। উহার অংশ-বিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

জাতীয় নাট্যসমাজ।—বিগত ৩রা মাঘ বুধবার জাতীয় নাট্যালয়ে 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র অভিনয়, 'কুব্জার কুঘটন' 'নব বিদ্যালয়' 'মুস্তফি সাহেবের তামাসা' এবং 'পরীস্থান' প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়াছিল। সর্বাগ্রে 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র অভিনয় হইল। প্রথমে নট, পরে রতা, কেশব, ভুবন প্রভৃতির পালা। তাঁহাদিগের অভিনয় সাধারণতঃ উত্তম হইয়াছিল, কেবল মাঝে মাঝে একটু আদ্‌টু দোষ ছিল।...

দ্বিতীয়। "কুব্জার কুঘটন" ইহার দৃশ্যগুলি অতীব সুন্দর ও মনোহর হইয়াছিল। হঠাৎ দেখিলেই বোধ হয়, যেন প্রকৃত স্থল। অভিনয়ও তদ্রূপ। কুব্জার আকৃতি দেখিয়া আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। ইহার অন্যান্য অভিনেতারাও অত্যন্ত সন্তোষ দান করিয়াছেন।

তৃতীয়। "নব বিদ্যালয়।" ছোট কর্তার প্রতিষ্ঠিত গণিত জরিপ, রসায়ণ, অশ্বারোহণ প্রভৃতি শিক্ষা দানার্থ হুগলিতে যে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, ইহা তাহারই ব্যঙ্গার্থক অনুকরণ। ইহা অতীব হাস্যরসোদ্দীপক হইয়াছিল। কিন্তু এই হতভাগ্য নির্জিত দেশে শাসনকর্তার ভ্রম এরূপে প্রহসিত হওয়া পরামর্শসিদ্ধ কি না, তাহা বলিতে পারি না। সে যাহা হউক, ইহাতে দুইটি শ্রেণী ছিল। একটি মুসলমান আর একটি হিন্দুদিগের। সকলের কাণেই কম্পাস এবং পশ্চাতে শৃঙ্খল (চেইন)! প্রথমতঃ মুসলমান ছাত্রেরা আসিয়া একটী মুসলমানি কবিতা পাঠ করিয়া আপনাপন স্থানে বসিল। হিন্দুরা আসিয়াও একটী কবিতা পাঠ করিয়া আপনাপন স্থানে বসিল। পরে শিক্ষকের আগমন মাত্রেই মুসলমান ছাত্রেরা ভূমিতে হাত ঠেকাইয়া সেলাম বাজী করিল, হিন্দুরা বসিয়া রহিল। শিক্ষক চটিয়া

লেক্‌চর দিলেন। পরে সাহিত্য, রসায়ন, উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি বিষয় একে একে শিক্ষা দিলেন। শেষে অশ্বারোহণ, সন্তরণ ও ফুটরেসের পাঠ দেওয়া হইল। পাঠকগণ বলিতে পারেন, যে, রঙ্গভূমিতে কিরূপে অশ্ব আনীত হইল এবং জলাশয় অভাবে কিরূপে সাঁতার দেওয়া হইল? নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠ করিলে তাঁহাদিগের কতকটা কৌতূহল নিবারিত হইতে পারিবে।

যখন ছাত্রেরা শিক্ষকের নিকট অশ্বারোহণ শিক্ষা করিতে চাহিল, তখন তিনি কহিলেন "তোমরা বড় ভীত, অতএব অগ্রে মানুষ ঘোড়া চড়িতে অভ্যাস কর, পশ্চাতে ভাল ভাল ওয়েলার আনাইয়া দিব।" পরে কি ঘটনা হইয়াছিল, বোধ হয় পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন।

তদনন্তর ছাত্রেরা সন্তরণ শিক্ষা করিতে চাহিলে, তিনি বলিলেন "বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ লিখিয়াছেন 'ছাত্রেরা যে নদীতে সন্তরণ শিক্ষা করিবে, সেখানকার কোনো ঘাট এখন পাওয়া যাইবে না।' অতএব তোমরা মাটিতে সাঁতার শিখ।" ছাত্রেরা বলিল "জল কৈ?" ঐ কার্য ও অন্যান্য প্রয়োজনের নিমিত্ত তথায় বোতলে করিয়া জল ছিল শিক্ষক তাহা রঙ্গভূমিতে ছড়াইয়া দিলেন। ছাত্রেরা সাঁতার দিতে আরম্ভ করিল! পরিশেষে ফুটরেস্ হইয়া পটক্ষেপণ হইয়া গেল। দোষে গুণে জড়িত তামাসা মন্দ হয় নাই।

চতুর্থ। "মুস্তাফি সাহেবের তামাসা।" ইহা আর কিছুই নহে, কেবল কাফ্রি সাহেবের বেশে চারিজন বেহালা, ফ্লুট প্রভৃতি লইয়া রঙ্গভূমিতে দেখা দিলেন। ইহার উদ্দেশ্য বোধ হয় ফিরিঙ্গিদিগকে বিদ্রূপ করা।...

পঞ্চম। "পরীস্থান"। ইহা সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল। প্রথমে দৃষ্ট হইল, একটি রমণীয় উদ্যান মধ্যে পুরুষবেশী এক জন পরী বসিয়া আছে। ক্রমে অল্পে অল্পে উঠিয়া কিয়দ্দূর অগ্রবর্তী হইয়া স্থির ও নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে রঙ্গভূমির পার্শ্বদেশ দিয়া দুটী অল্পবয়স্কা পরী দেখা দিল। তাহাদিগের হস্তে গোলাপ পুষ্পের শাখা। তাহারাও প্রথমে উল্লিখিত প্রধান পরীর সম্মুখে দুইটি শাখার অগ্রভাগ বক্রভাবে পরস্পর সংলগ্ন করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরে ঐকতানের সঙ্গে তালে তালে প্রায় দশ মিনিট কাল নৃত্য করিল। তাহা দেখিতে অতীব চমৎকার এবং দর্শক সমূহের জল্পনা শুনিয়া বোধ হইল, দর্শক মাত্রেই তদ্দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে রঙ্গভূমির ভিতরে শ্বেত, পীত ও রক্তবর্ণের উজ্জ্বল আলো প্রদীপ্ত হইয়া উদ্যানের শোভা আরো মনোহারিণী হইল। পরিশেষে ঐ দুইটী পরী তানলয় শুদ্ধ একটী গান করিল তাহাও বিশেষরূপে চিত্তহর হইয়াছিল। পরে এক জন মুখে কালী মাখিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া দর্শকগণের নিকট বিদায় লইলেন। যবনিকাও পতিত হইল।...

এস্থলে আর একটী কথা। বঙ্গদেশের বঙ্গীয় সমাজে বঙ্গভাষার নাটকাভিনয় করিয়া এবং জাতীয় নামে অভিহিত হইয়া অধ্যক্ষগণ কি জন্য ইংরাজী ভাষার নাম গ্রহণ ও ইংরাজী ভাষার টিকিট ইত্যাদি প্রকাশ করিতেছেন, বুঝিতে পারি না। বাঙ্গলা অক্ষরে "ন্যাশনাল থিয়েটার" এরূপ লেখা কি হাস্যাস্পদ নহে? তৎপরিবর্তে "জাতীয় নাট্যশালা" লিখিয়া বাঙ্গালা ভাষায় টিকিট ইত্যাদি করা কি উত্তম হইতেছে না?... যখন অভিনয় কার্যে কোনো বিশেষ দোষ নাই, তখন এ সকল হীনতা অনায়াসে এক কথায় সংশোধিত হইতে পারে।

'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র অভিনয়ে অর্ধেন্দুশেখর রাজীবের ভূমিকা লইয়াছিলেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২এ জানুয়ারি তারিখের 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' প্রকাশিত এক জন দর্শকের পত্রে তাঁহার অভিনয়নৈপুণ্যের পরিচয় পাই। পত্রখানির কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

THE COMIC POWER OF THE NATIONAL THEATRE.

Sir, ... First of all came in the *Bia Pugla Booro Bor*. The principal character in the face, Rajeeb Baboo, was represented by Baboo Audhoredro [Ardhendu] Mustuphy. From his first appearance on the stage, the applause was general and uninterrupted. It were endless to describe each particular beauty of the performances of the exquisite actor. The manner in which he rushed in, pursued by a gang of wicked country lads who pelted him with two lines of poetry for which he had a particular aversion, and restored to them with the full-mouthed asperity of a monomaniac, was admirable. Those to whom it has ever fallen to attempt an imitation of the ways and habits of others, must know how its difficulty increases in proportion to the oddity of those ways, and their dissimilarity to truth and nature, as we find them about us. . . . The eye, the action, the changes of voice and expression, the slow gait, the feeble motion, and the assumed vivacity were exactly what one would expect to find them. But the master was 'in his art' when lying down alone in his bed, he expatiated in a beautiful and well paused soliloquy on the prospect of the forthcoming nuptials, which opened on him like a new Elysium. . . . Yours truly G. The 16th Jany. 1873.

এই দিনই 'মুস্তফী সাহেব-কা পাকা তামাশা' বলিয়া যে অভিনয় প্রদর্শিত হয়, তাহার একটু বিস্তৃত পরিচয় এখানে দিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

এই সময়ে দেব কার্সন নামে এক জন ইংরেজ অপেরা হাউসে "Bengali Baboo" লইয়া ব্যঙ্গ করিতেন। তিনি 'ইংলিশম্যান' পত্রে বিজ্ঞাপন দিতেন : "Dave Carson Sahib ka Pucka Tumasha." 'মুস্তফী সাহেব-কা পাকা তামাশা' ইহারই পাল্টা জবাব। অর্ধেন্দুশেখর সাহেব সাজিয়া বেহালা-হাতে এই গানটি করিতেন—

The merry Christmas is at hand
Sherry Champagne let us try
And how twill be a jolly land
When pegs begin to fly

Oh what a cheerful eve
Let us all the high way cry
And how happily we shall live
When pegs begin to fly

———

হাম বড়া সাব হ্যায় ডুনিয়ামে
None can be compared হামারা সাট—
Mr. Mastfee name হামারা
চাট্‌গাঁও মেরা আছে বিলাট—
Rom-ti-tom-ti-tom &c.
গর কি মালেক আদ্‌মি কি মালেক
Lord of all hy—ham—
নেই সক্তা নিগর্স বাট্‌ মেরা tolerate
চুনাম গলি মেরা ধাম—
Rom-ti &c.
Dirty Niggers I hate to see
বড়া ময়লা উঃ বাপরে বাপ
Holway pills হাম কায়েঙ্গে রাট্‌কো
Health রাখ্‌নে মেরা সাফ্‌
Rom-ti-tom &c.
Coat পিনি Pantaloon পিনি পিনি মোর trousers
Every two years new suits পিনি
Direct from Chandny Bazar—
Rom-ti-tom &c.
চিংড়ি fish and কাঁচা কেলা the only Hazree once I eat
চারপাই is my palang posh, Morah is my Royal seat
Rom-ti-tom &c.
Chorus—
I am a gentleman.

'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র অভিনয় হইয়া যাইবার পর ন্যাশনাল থিয়েটারে কোন নূতন পুস্তকের অভিনয় না হইয়া 'নবীন তপস্বিনী'র দ্বিতীয় অভিনয় হইল (১৮ই জানুয়ারী), এবং তাহার পর ২২এ জানুয়ারি রামনারায়ণ তর্করত্নের 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' অভিনীত হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইল। কিন্তু এই সময়ে ন্যাশনাল থিয়েটারের অধ্যক্ষগণের মধ্যে একটা বিবাদ উপস্থিত হইল।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬এ জানুয়ারি (রবিবার) তারিখের 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' প্রকাশিত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তির লিখিত একখানি পত্রে এই বিবাদের কারণ সম্বন্ধে কতকটা আভাস পাওয়া যায়। এই পত্রে প্রকাশ—

Owing to a long existing ill-feeling among the members of the National Theatrical Society a disagreement has arisen amongst them.

The cause of this faction, as the Secretary of the Society announces, is the failure on the part of the Treasurer to render the accounts. The other party ascribes the cause of this faction to some shortcoming on the part of the Secretary . . . .

এই ঝগড়া মিটাইবার জন্য ১৯এ জানুয়ারি তারিখের বৈঠকে নবগোপাল মিত্র, মনোমোহন বসু ও হেমন্তকুমার ঘোষকে লইয়া একটি সালিশী কমিটি নিযুক্ত হয় এবং এই মর্মে একটি বিজ্ঞাপন ১৮৭৩, ২২এ জানুয়ারি তারিখের 'ন্যাশনাল পেপারে' প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনটি এইরূপ—

We regret to learn that a breach has of late taken place among the members of the Theatre party. Read the following.

NOTICE

At a meeting held on Sunday last, the 19th instant, at the meeting house of the National Theatre Office, it was resolved that all proceedings of the Theatre should be postponed, till Thursday next, the 24th instant, when the differences among the members are to be settled by the following gentlemen appointed as arbitrators at the aforesaid meeting.

Babu Nobogopal Mitter
,, Manomohun Bose
,, Hemuntokumar Ghosh
,, Mohendro Lal Bose
,, Mutty Lal Soor
,, Amrito Lal Pal
,, Rajendro Nath Pal.
Members.

সৌভাগ্যক্রমে এই বিবাদ মিটিয়া গেল—খুব সম্ভব শালিশী কমিটির চেষ্টাতেই। ৩০এ জানুয়ারি তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় বিজ্ঞাপিত হইল,—

ন্যাশনাল থিয়েটরের অভিনেতৃগণের মধ্যে একটু গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা হয়। কিন্তু তাহা মিটিয়া গিয়াছে। এবং বাবু নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্বের ন্যায় সম্পাদক রহিলেন।

১২৭৯ সালের ২০এ মাঘ তারিখের 'মধ্যস্থ' পত্রেও এই বিবাদ নিষ্পত্তি ও ২৫এ জানুয়ারি তারিখে 'নব-নাটক' অভিনীত হওয়ার সংবাদ দেওয়া হয়। এই ব্যাপারের অল্প দিন পরেই—ফেব্রুয়ারি মাসে শিশিরকুমার ঘোষ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ন্যাশনাল থিয়েটারের ডিরেক্টর হন। এ-সম্বন্ধে ১৮৭৩, ২১এ ফেব্রুয়ারী তারিখের 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' "ন্যাশনাল থিয়েটারের জনৈক বন্ধু" স্বাক্ষরে একখানি পত্র প্রকাশিত হয়। পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

Now the rupture among the members of the National Theatrical Society has, happily, come to a close. Selfishness, distrust, dictatorial tone and unwillingness to cringe are some of the causes which gave rise to it. This collision would have proved destructive of National entertainments, had not the well-known Editor of the *Amrita Bazar Patrika* intervened between the contesting parties. His good advices and

solicitations gradually conquered the obstinacy and party-feeling of each party and at last brought the matter to a happy end. Such is his desire to give the National Theatre a firm stand that he, in addition to his hard labor as an Editor, willingly embraced all the privations to write a Natuk for them and at last produced the pleasing *Noisho Rupeea* on the stage the week before last. The three directors of the Theatre now are the Editor of the *Amrita Bazar Patrika,* Babu G. C. Ghose, and another native gentleman.

এই সময়ে ন্যাশনাল থিয়েটারের আপিস বাগবাজার রসিকচন্দ্র নিয়োগীর ঘাট হইতে বাগবাজার নেবুবাগান, ১১নং আনন্দ চ্যাটার্জি স্ট্রীটে উঠিয়া যান।

'নব-নাটকে'র পর ২৫এ জানুয়ারি তারিখে ন্যাশনাল থিয়েটারে পুনর্বার 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় হয় (১ ফেব্রুয়ারি)। ইহার পর ৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আর একখানি নূতন পুস্তকের অভিনয় হয়। পুস্তকখানি 'অমৃত বাজার পত্রিকা'-সম্পাদক শিশির-কুমার ঘোষের 'নয়শো রুপেয়া'। এই পুস্তকের অভিনয়ে অর্ধেন্দুর ভূমিকা সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন—

যাহাদের ধারণা ছিল যে ইংরাজি থিয়েটারে ভিন্ন প্রকৃত অভিনয় হয় না, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অমৃতবাজার পত্রিকার প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষের সম্মুখে, অর্ধেন্দুকে দেখাইয়া বলেন, যে নয়শো রোপেয়ায় 'ছাতুলালের' ভূমিকায় এই বাবুটির অভিনয় যাহা দেখিলাম, তাহা যে কোন বিলাতী থিয়েটারে কোন অভিনেতা পারে, ইহা আমাদের বিশ্বাস হয় না।—'নট-চূড়ামণি অর্ধেন্দুশেখর', পৃ. ৬।

পর সপ্তাহে ন্যাশনাল থিয়েটারে 'জামাই বারিকে'র পুনরভিনয় হয় ও ইহার পর 'ভারতমাতা' নামক একটি রূপক নাট্যের (mask) একটি দৃশ্য প্রদর্শিত হয়। ইহা কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত। এই অভিনয়ের বর্ণনা আমরা ২০এ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় পাই—

গত শনিবার ন্যাশনাল থিয়েটরে জামাই বারিক প্রহসন অভিনয়ের পর 'ভারত-মাতার একটি দৃশ্য' প্রদর্শিত হইয়াছিল। দৃশ্যের কৃতকার্যতা সম্বন্ধে আমরা এই বলিতে পারি যে, উহা দেখিয়া শ্রোতৃবর্গ প্রকৃত প্রস্তাবে মোহিত হইয়াছিলেন। কোন অভিনয়ে পঞ্চ-শতাধিক লোকের ১৫ মিনিট কাল পর্যন্ত এরূপ আগ্রহ ও স্তম্ভিত ভাব আমরা কখন প্রত্যক্ষ করি নাই। শ্রোতৃগণের দীর্ঘনিশ্বাস ও রোদন ধ্বনিতে কেবল মধ্যে ২ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইতেছিল। সে দিন ন্যাশনাল থিয়েটরে যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সেখান হইতে এমন একটি ভাব অর্জন, ও এমন একটি শিক্ষা লাভ করিয়া আসিয়াছেন, যাহা কস্মিন্ কালে বিনষ্ট হইবে না। রঙ্গভূমি যেরূপ সমাজের সংস্কারক, সেইরূপ আবার উহা সমাজের শিক্ষক। আমাদের আশা হইতেছে যে, ন্যাশনাল থিয়েটর এই দুইটি মহৎ কার্য সাধনে সক্ষম হইবে।...

ইহার পর-দিনই ন্যাশনাল থিয়েটার কর্তৃক হিন্দুমেলার সপ্তম অধিবেশনে পাইকপাড়ার উত্তরে নৈনানস্থ হীরালাল শীলের উদ্যানে ভারতরাজলক্ষ্মী ও 'নীলদর্পণ' প্রভৃতি অন্যান্য নাটকের অংশ-বিশেষ অভিনীত হয়।

এই সকল অভিনয়ের পর ন্যাশনাল থিয়েটারের দল, মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক অভিনয় করা স্থির করিলেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠিল—ভীমসিংহের ভূমিকা কে লইবে? শেষে স্থির হইল গিরিশচন্দ্র এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন, কিন্তু থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে তাঁহার নাম থাকিবে না। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২এ ফেব্রুয়ারি শনিবারে 'কৃষ্ণকুমারী' প্রথম অভিনীত হয়। কোন্ অভিনেতা কোন্ ভূমিকা লইয়াছেন তাহার যে হ্যাণ্ডবিল দেওয়া হয়, তাহাতে গিরিশচন্দ্রের ভূমিকা সম্বন্ধে লেখা হইল : ভীমসিংহ— By a distinguished amateur । অন্যান্য ভূমিকা ও অভিনেতাদের নাম অমৃতলাল বসুর স্মৃতিকথা হইতে নিম্নে দেওয়া গেল—

বলেন্দ্র সিংহ	...	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ধনদাস	...	অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফি
জগৎ সিংহ	...	কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
মন্ত্রী	...	গোপালচন্দ্র দাস
কৃষ্ণকুমারী	...	ক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলী
রাণী	...	মহেন্দ্রলাল বসু
বিলাসবতী	...	বেলবাবু [অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়]
মদনিকা	...	আমি [অমৃতলাল বসু]

'কৃষ্ণকুমারী' নাটক অভিনীত হইবার কিছুদিন পরেই ন্যাশনাল থিয়েটার বন্ধ করিতে হয়। বর্ষা আসিয়া পড়ায় সান্যাল-বাড়ির প্রাঙ্গণে অভিনয় করা অসম্ভব হইল। ৮ই মার্চ তারিখে যে অভিনয় হয়, উহাই সে-বারের মত ন্যাশনাল থিয়েটারের শেষ অভিনয়। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মার্চ তারিখের 'ইংলিশম্যানে' বিজ্ঞাপিত হইল—

NATIONAL THEATRE, CALCUTTA.
Last Night! Last Night!! Last Night!!!
The Last of the Season.
Saturday, 8th March.
BOORO SHALIKER GHARER RHO
JAMUN KURMO TAMNI FOL

PANTOMIME

1. Bilatee Baboo.
2. Subscription Book.
3. Green Room of a Private Theatre.
4. Model School.
6. Mustaphi Saheb Ka Pucka Tamasha.
5. Mastaphi Saheb Ka Pucka Tamasha.

To conclude with a Fairy Scene and a Farewell Address of Mustaphi Saheb.

NOGENDRO NAUTH BANERJEE,
Hony. Secretary.

এইরূপে ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম পর্ব সমাপ্ত হইয়া গেল। অমৃতলাল তাঁহার স্মৃতিকথায় উহার বিদায়-দৃশ্যের বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

শেষ অভিনয়রজনীতে যবনিকা পতনের পূর্বে 'জ্যাঠা' বেহারী (বিহারীলাল বসু) নারীবেশে ফুটলাইটের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া গিরীশবাবুর রচিত একটি গান গাহিয়া দর্শক-বৃন্দের নিকট হইতে বিদায় লইলেন।

কাতর অন্তরে আমি চাহি বিদায়।
সাধি ওহে সুধিব্রজ ভুলো না আমায়॥
এ সভা রসিকমিলিত,
হেরিয়ে অধিনী চিত
আধ পুলকিত
আধ হুতাশে শুকায়।
অস্তগামী দিনমণি।
যেমতি হেরি নলিনী
আধ ধনি বিমলিনী,
আধ হাসি চায়॥
মম প্রতি ঋতুপতি
হয়েছে নিদয় অতি;
হাসাইছে বসুমতী,
আমারে কাঁদায়।
নির্মাইয়ে নাট্যালয়,
আরম্ভিব অভিনয়,
পুনঃ যেন দেখা হয়
এ মিনতি পায়॥

গান শেষ হইল। দর্শকবৃন্দ চঞ্চল হইয়া আক্ষেপোক্তি করিতে লাগিলেন।

ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম পর্বের ইতিহাস সমাপ্ত করিবার পূর্বে দুইটি কথা না বলিলে এই বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। প্রথম কথা এই যে, বাংলা দেশে নাট্যশালার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা বাগবাজারের দলের দ্বারাই হইল। বহু ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও যে-কাজ অসমাপ্ত ও অর্ধ-সমাপ্ত ছিল, তাহা অবশেষে কয়েকটি নিঃসম্বল যুবকের আগ্রহে ও অধ্যবসায়ে চিরস্থায়ী হইল। ইহার কৃতিত্ব যে কতটা, তাহা যিনি বঙ্গীয় নাট্য-শালার ইতিহাস আলোচনা বা পাঠ করিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন। বঙ্গীয় নাট্যশালা যদি চিরস্থায়ী হইয়া থাকে, তবে যে এই কয়েকটি যুবকের যত্নে ও চেষ্টাতেই হইয়াছে, তাহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

দ্বিতীয় কথা, দীনবন্ধুর নিকট বঙ্গীয় নাট্যশালার ঋণ অপরিশোধ্য। দীনবন্ধুর

নাটক না থাকিলে ন্যাশনাল থিয়েটারের এত প্রতিষ্ঠা হইত কি-না সন্দেহ। গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'শাস্তি কি শান্তি' নাটকের উৎসর্গপত্রে লিখিয়াছেন—

নাট্যগুরু স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় শ্রীচরণেষু—

বঙ্গে রঙ্গালয় স্থাপনের জন্য মহাশয় কর্মক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন।...যে সময়ে 'সধবার একাদশী' অভিনয় হয় সেই সময় ধনাঢ্য ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত নাটকাভিনয় করা একপ্রকার অসম্ভব হইত; কারণ, পরিচ্ছদ প্রভৃতির যেরূপ বিপুল ব্যয় হইত, তাহা নির্বাহ করা সাধারণের সাধ্যাতীত ছিল। কিন্তু আপনার সমাজচিত্র 'সধবার একাদশী'তে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই। সেই জন্য সম্পত্তিহীন যুবকবৃন্দ মিলিয়া 'সধবার একাদশী' অভিনয় করিতে সক্ষম হয়। মহাশয়ের নাটক যদি না থাকিত, এই সকল যুবক মিলিয়া 'ন্যাশনাল থিয়েটার' স্থাপন করিতে সাহস করিত না। এই নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গালয়-স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করি।

সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনয়ের তালিকা

ন্যাশনাল থিয়েটার

(জোড়াসাঁকো মধুসূদন সান্যালের বাড়ি)

নীলদর্পণ	... দীনবন্ধু মিত্র	৭ ডিসেম্বর ১৮৭২, শনিবার
জামাই বারিক	... ঐ	১৪ ডিসেম্বর ১৮৭২
নীলদর্পণ	... ঐ	২১ ডিসেম্বর ১৮৭২
সধবার একাদশী	... ঐ	২৮ ডিসেম্বর ১৮৭২
নবীন তপস্বিনী	... ঐ	৪ জানুয়ারি ১৮৭৩
লীলাবতী	... ঐ	১১ জানুয়ারি ১৮৭৩
বিয়ে পাগলা বুড়ো	... ঐ	১৫ জানুয়ারি ১৮৭৩ বুধবার
কুব্জার কুঘটন নব বিদ্যালয়	... অমৃতলাল বসু	
মুস্তাফি সাহেব-কা পাকা তামাশা		
পরীস্থান, প্রভৃতি		
নবীন তপস্বিনী	... দীনবন্ধু মিত্র	১৮ জানুয়ারি ১৮৭৩
যেমন কর্ম তেমনি ফল	... রামনারায়ণ তর্করত্ন	২২ জানুয়ারি ১৮৭৩
কুব্জার কুঘটন নব বিদ্যালয়	... অমৃতলাল বসু	
The Goosequill Fight		
পরীস্থান		
নব-নাটক	... রামনারায়ণ তর্করত্ন	২৫ জানুয়ারি ১৮৭৩
নীলদর্পণ	... দীনবন্ধু মিত্র	১ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩
নয়শো রূপেয়া	... শিশিরকুমার ঘোষ	৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩
জামাই বারিক	... দীনবন্ধু মিত্র	১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩
'ভারতমাতার একটি দৃশ্য	... কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	
ভারতরাজলক্ষ্মী	... (হিন্দু মেলায় অভিনীত)	১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩ রবিবার
নীলদর্পণ	... দীনবন্ধু মিত্র	২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩
কৃষ্ণকুমারী	... মধুসূদন দত্ত	২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩
নীলদর্পণ	... দীনবন্ধু মিত্র	৮ মার্চ ১৮৭৩

বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ	...	মধুসূদন দত্ত
যেমন কর্ম তেমনি ফল	...	রামনারায়ণ তর্করত্ন
বিলাতী বাবু		
সাবস্ক্রিপশ্যন্ বুক		
প্রাইভেট থিয়েটারের গ্রীনরুম		
মডেল স্কুল	...	অমৃতলাল বসু
মুস্তফী সাহেব-কা পাকা তামাশা		
পরীস্থান		
মুস্তফী সাহেবের বক্তৃতা		

নাট্যকার ও নাট্যগ্রন্থ

১৭৯৫ হইতে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যাঁহারা বাংলায় নাটক-প্রহসনাদি রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েক জনের নাট্যগ্রন্থের প্রকাশকাল-সমেত একটি কালানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হইল। তালিকায় প্রদত্ত তারিখ ও মাস সম্বলিত ইংরেজী তারিখগুলি বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত।

অমৃতলাল বসু

(জন্ম : ১৭ এপ্রিল ১৮৫৩; মৃত্যু : ২ জুলাই ১৯২৯)

হীরকচূর্ণ নাটক	...	১৮৭৫, ১ জুন
চোরের উপর বাটপাড়ি	...	১৮৭৬, ১১ নবেম্বর
তিলতর্পণ	...	১৮৮১, ৪ জানুয়ারি
ব্রজলীলা	...	১৮৮২, ৩০ নবেম্বর
ডিসমিস	...	১৮৮৩, ২০ ফেব্রুয়ারি
চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে	...	১৮৮৪
বিবাহ বিভ্রাট	...	১৮৮৪, ৯ ডিসেম্বর
তাজ্জব ব্যাপার!	...	১৮৯০, ২ আগস্ট
তরুবালা	...	১৮৯১, ২ ফেব্রুয়ারি
বিলাপ! বা বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন	...	১৮৯১, ২২ আগস্ট
রাজা বাহাদুর	...	১৮৯১
কালাপানি বা হিন্দুমতে সমুদ্র যাত্রা	...	১৮৯৩

বিমাতা বা বিজয়-বসন্ত	...	১৮৯৩
বাবু	...	১৮৯৪, ২৭ জানুয়ারি
একাকার	...	১৮৯৫, ১৯ জানুয়ারি
বৌ-মা	...	১৮৯৭, ১১ জানুয়ারি
গ্রাম্য বিভ্রাট	...	১৮৯৮, ২ ফেব্রুয়ারি
সাবাস আটাশ	...	১৯০০, ১৮ ফেব্রুয়ারি
কৃপণের ধন!	...	১৯০০, ৯ জুন
আদর্শ বন্ধু	...	১৯০০, ৫ আগস্ট
যাদুকরী	...	১৯০১, ৩০ জানুয়ারি
বৈজয়ন্ত-বাস	...	১৯০১, ২ ফেব্রুয়ারি
নবজীবন	...	১৯০২, ২৫ মার্চ
অবতার	...	১৯০২, ২ এপ্রিল
সাবাস বাঙালী	...	১৯০৬, ২৮ জানুয়ারি
খাস-দখল	...	১৯১২, ২৮ এপ্রিল
নব-যৌবন	...	১৯১৪, ১৫ ফেব্রুয়ারি
বিষবৃক্ষ (নাট্য-রূপ)	...	১৯২৫, ২৩ মার্চ
চন্দ্রশেখর "	...	১৯২৫, ১৫ সেপ্টেম্বর
রাজসিংহ "	...	১৯২৬, ১৮ মে
ব্যাপিকা-বিদায়	...	১৯২৬
বন্দে মাতনম্	...	১৯২৬, ১৭ নবেম্বর
যাজ্ঞসেনী	...	১৯২৮

'অমৃত-গ্রন্থাবলী' ৪র্থ ভাগে (ইং ১৯১১) মুদ্রিত 'সম্মতি সঙ্কট', 'বাহবা বাতিক', ও 'বিরাট বৃহস্পতি' স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

(জন্ম : ৬ মার্চ ১৮১২; মৃত্যু : ২৩ জানুয়ারি ১৮৫৯)

বোধেন্দু বিকাশ নাটক ('প্রবোধচন্দ্রোদয়ে'র অনুরূপ)	...	১৮৬৩

উপেন্দ্রনাথ দাস

শরৎ-সরোজিনী নাটক	...	১৮৭৪, ১০ ডিসেম্বর
সুরেন্দ্র-বিনোদিনী নাটক	...	১৮৭৫, ১০ আগস্ট
দাদা ও আমি	...	১৮৮৮

উমেশচন্দ্র মিত্র

বিধবা বিবাহ নাটক	...	১৮৫৬
সীতার বনবাস (বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস' অবলম্বনে)	...	১৮৬৬

কালীপ্রসন্ন সিংহ

(জন্ম : জানুয়ারি ১৮৪০; মৃত্যু : ২৪ জুলাই ১৮৭০)

বাবু নাটক	...	১৮৫৪
বিক্রমোর্বশী	...	১৮৫৭
সাবিত্রী সত্যবান নাটক	...	১৮৫৮
মালতীমাধব নাটক	...	১৮৫৯

কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতমাতা	...	১৮৭৩, ২৮ আগস্ট
ভারতে যবন	...	১৮৭৪, ২০ অক্টোবর

কুঞ্জবিহারী বসু

ভারত অধীন!	...	১৮৭৪, ১ ডিসেম্বর
তুই না অবলা!!!	...	১৮৭৪
শত্রুসিংহ নাটক	...	১৮৭৫, ১৬ জুন
ধর্মক্ষেত্র	...	১৮৭৬
নিশা-কুসুম	...	১৮৭৭, ২৫ এপ্রিল
আনন্দ-মিলন	...	১৮৭৭
প্রভাত-কমল	...	১৮৭৮, ২০ মে
বসন্তলীলা	...	১৮৮০, ২১ জানুয়ারি
কাঞ্চন কুসুম বা গোলেবকায়লী	...	১৮৮১
শ্রীবৎস-চিন্তা	...	১৮৮৪, ৪ মার্চ
কৃষ্ণলীলা বা মথুরা-বিহার	...	১৮৮৪, ১০ ডিসেম্বর
শকুন্তলা	...	১৮৮৯, ২৮ ডিসেম্বর
শ্রীরাম-নবমী	...	১৮৯২, ২৪ আগস্ট
হ য ব র ল	...	১৮৯৩, ২০ ফেব্রুয়ারি

গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিক্রমোর্বশী নাটক	...	১৮৬৯, ১ জানুয়ারি

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

(জন্ম : ৪ মে ১৮৪৯; মৃত্যু : ৪ মার্চ ১৯২৫)

কিঞ্চিৎ জলযোগ!	...	১৮৭২, ২০ সেপ্টেম্বর
পুরুবিক্রম নাটক	...	১৮৭৪, ৯ জুলাই
সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক	...	১৮৭৫, ৩০ নবেম্বর
এমন কর্ম আর ক'রব না [পরে 'অলীক বাবু']	...	১৮৭৭, ৭ জুলাই
অশ্রুমতী নাটক	...	১৮৭৯, ৪ নবেম্বর
মানময়ী	...	১৮৮০
স্বপ্নময়ী নাটক	...	১৮৮২, ২৪ মার্চ
হঠাৎ নবাব	...	১৮৮৪, ২৫ এপ্রিল
হিতে বিপরীত	...	১৮৯৬, ৭ মে
পুনর্বসন্ত	...	১৮৯৯, ১৪ মার্চ
অভিজ্ঞান শকুন্তলা	...	১৮৯৯, ১৮ অক্টোবর
বসন্ত-লীলা	...	১৯০০, ২৯ মার্চ
ধ্যান-ভঙ্গ	...	১৯০০, এপ্রিল (১৩০৬)
অলীক বাবু	...	১৯০০, এপ্রিল (১৩০৭)
উত্তর-চরিত	...	১৯০০, ৭ জুন
রত্নাবলী নাটক	...	১৯০০, ২৬ সেপ্টেম্বর
মালতী-মাধব	...	১৯০০, ২৯ সেপ্টেম্বর
মৃচ্ছকটিক	...	১৯০১, ৮ মার্চ
মুদ্রা-রাক্ষস	...	১৯০১, ১০ মার্চ
বিক্রমোর্বশী	...	১৯০১, ৪ জুন
মালবিকাগ্নিমিত্র	...	১৯০১, ১৫ জুন
মহাবীর-চরিত	...	১৯০১, ৮ অক্টোবর
চণ্ডকৌশিক	...	১৯০১, ৪ ডিসেম্বর
বেণীসংহার নাটক	...	১৯০১, ১৪ ডিসেম্বর
প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটক	...	১৯০২, ২৪ মার্চ
নাগানন্দ	...	১৯০২, ১ আগস্ট

দায়ে পড়ে' দার-গ্রহ	...	১৯০২, ১৬ সেপ্টেম্বর
বিদ্ধ-শালভঞ্জিকা	...	১৯০৩, ২০ ডিসেম্বর
রজত-গিরি	...	১৯০৪, ২১ ফেব্রুয়ারি
ধনঞ্জয়-বিজয়	...	১৯০৪, ৩ মার্চ
কর্পূর-মঞ্জরী	...	১৯০৪, ২৩ এপ্রিল
প্রিয়দর্শিকা	...	১৯০৪, ২৩ মে
জুলিয়াস্ সীজার	...	১৯০৭, ২৮ অক্টোবর

তারাচরণ শীকদার

ভদ্রার্জুন	...	১৮৫২

দীনবন্ধু মিত্র

(জন্ম : ১৮৩০; মৃত্যু : ১ নবেম্বর ১৮৭৩)

নীল দর্পণং নাটকং	...	১৮৬০
নবীন তপস্বিনী নাটক	...	১৮৬৩
বিয়ে পাগলা বুড়ো	...	১৮৬৬
সধবার একাদশী	...	১৮৬৬
লীলাবতী	...	১৮৬৭, ১৭ ডিসেম্বর
জামাই বারিক	...	১৮৭২, ২০ মার্চ
কমলে কামিনী নাটক	...	১৮৭৩, ১৩ সেপ্টেম্বর

দুর্গাদাস কর

স্বর্ণশৃঙ্খল নাটক	...	১৮৬৩

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বীর-নারী	...	১৮৭৫, ১৫ মার্চ

নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মালতীমাধব	...	১৮৭০
সতী কি কলঙ্কিনী বা কলঙ্কভঞ্জন	...	১৮৭৪, ১০ সেপ্টেম্বর
পারিজাত হরণ	...	১৮৭৫, ৮ মার্চ
গুইকোয়ার নাটক	...	১৮৭৫, ১৫ মে

নন্দকুমার রায়

অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটক	...	১৮৫৫

নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বুঝলে কি না	...	১৮৬৬
উপসংহার	...	১৮৭২, ১৯ এপ্রিল

নিমাইচাঁদ শীল

কাদম্বরী নাটক	...	১৮৬৪
এ'রাই আবার বড় লোক	...	১৮৬৭, ১২ নবেম্বর
চন্দ্রাবতী	...	১৮৬৯, ২৬ জানুয়ারি
ধ্রুবচরিত্র	...	১৮৭২, ২৮ মার্চ
তীর্থমহিমা	...	১৮৭৩, ৯ ডিসেম্বর

প্রমথনাথ মিত্র

(জন্ম : ১৮৫৬; মৃত্যু : ১৮৮৩)

নগনলিনী নাটক	...	১৮৭৪, ১৫ জুলাই
জয়পাল	...	১৮৭৬, ১৮ জুলাই
বীরকলঙ্ক নাটক—		
১ম খন্ড : অভিমন্যু-বধ	...	১৮৭৭, ৩০ জুলাই
প্রেম-পারিজাত বা মহাশ্বেতা	...	১৮৭৯, ২৫ জুলাই
শুম্ভ সংহার	...	১৮৮০, ৭ ফেব্রুয়ারি

ডাঃ ভুবনমোহন সরকার

ডাক্তার বাবু নাটক	...	১৮৭৫, ১৫ জুন

মণিমোহন সরকার

মহাশ্বেতা	...	১৮৫৯
উষানিরুদ্ধ নাটক	...	১৮৬৩

মধুসূদন দত্ত

(জন্ম : জানুয়ারি ১৮২৪; মৃত্যু : ২৯ জুন ১৮৭৩)

শর্মিষ্ঠা নাটক	...	১৮৫৯
একেই কি বলে সভ্যতা?	...	১৮৬০
বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ	...	১৮৬০
পদ্মাবতী	...	১৮৬০
কৃষ্ণকুমারী নাটক	...	১৮৬১
মায়াকানন	...	১৮৭৪, ১৪ মার্চ

মনোমোহন বসু

(জন্ম : ১৪ জুলাই ১৮৩১; মৃত্যু : ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯১২)

রামাভিষেক নাটক	...	১৮৬৭
প্রণয়পরীক্ষা নাটক	...	১৮৬৯, ২৭ সেপ্টেম্বর
সতী নাটক	...	১৮৭৩, ১ ফেব্রুয়ারি
নাগাশ্রমের অভিনয়	...	১৮৭৫, ২৮ জানুয়ারি
হরিশ্চন্দ্র নাটক	...	১৮৭৫, ১৫ ফেব্রুয়ারি
পার্থপরাজয়	...	১৮৮১, ১২ মার্চ
রাসলীলা নাটক	...	১৮৮৯, ২৩ মে
আনন্দময় নাটক	...	১৮৯০, ১০ জুলাই

মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

চার ইয়ারে তীর্থযাত্রা	...	১৮৫৮

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর

বিদ্যাসুন্দর	...	১৮৫৮

যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত

কীর্তিবিলাস নাটক	...	১৮৫২

রাজকৃষ্ণ রায়

(জন্ম : ২১ অক্টোবর ১৮৪৯; মৃত্যু : ১১ মার্চ ১৮৯৪)

পতিব্রতা	...	১৮৭৫, ৩ ডিসেম্বর
নাট্যসম্ভব	...	১৮৭৬, ১৫ সেপ্টেম্বর
অনলে বিজলী বা সীতার অগ্নি পরীক্ষা	...	১৮৭৮, ৭ এপ্রিল
দ্বাদশ গোপাল	...	১৮৭৮, ১১ জুলাই
ভারত-সান্ত্বনা	...	১৮৭৯
লৌহকারাগার	...	১৮৮০, ২৮ জানুয়ারি
তারক-সংহার	...	১৮৮০, ২০ জুলাই
হরধনুর্ভঙ্গ	...	ইং ১৮৮১ (১২৮৮ সাল)
রামের বনবাস	...	১৮৮২, ১৫ আগস্ট
যদুবংশধ্বংস	...	১৮৮৪, ১ মার্চ
তরণীসেন বধ	...	১৮৮৪, ১৫ জুলাই
রাজা বিক্রমাদিত্য	...	১৮৮৪, ২৫ আগস্ট
চন্দ্রহাস	...	১৮৮৮, ১৬ জুন
হরিদাস ঠাকুর	...	১৮৮৮, ২৫ জুলাই
কলির প্রহ্লাদ	...	১৮৮৮, ২ সেপ্টেম্বর
কাণা কড়ি	...	১৮৮৮, ২৮ অক্টোবর
মীরাবাই	...	১৮৮৯, আগস্ট
চমৎকার	...	১৮৮৯, নবেম্বর
খোকাবাবু	...	১৮৯০, ২ মার্চ
বেলুনে বাঙালী বিবি	...	১৮৯০, ২ মার্চ
ডাক্তার বাবু	...	১৮৯০, ২৫ মার্চ
সত্যমঙ্গল বা সত্যনারায়ণ লীলা	...	১৮৯০, ৯ জুলাই
চতুরালী	...	১৮৯০, ১১ জুলাই
চন্দ্রাবলী	...	১৮৯০, ২৬ জুলাই
টাট্‌কা-টোট্‌কা	...	১৮৯০, ৯ সেপ্টেম্বর
জগা পাগলা বা জ্যান্তে মরা	...	১৮৯০, ১৫ সেপ্টেম্বর
লোভেন্দ্র-গবেন্দ্র	...	১৮৯০, ৪ অক্টোবর
জুজু!	...	১৮৯০, ৬ অক্টোবর
রাজা বংশধ্বজ	...	১৮৯১, ১৫ জানুয়ারি
হীরে মালিনী	...	১৮৯১, ১৮ জানুয়ারি

লক্ষহীরা	...	১৮৯১, ২৫ জানুয়ারি
প্রহ্লাদ-মহিমা বা প্রহ্লাদ-চরিত্র ২য় খণ্ড	...	১৮৯১, ২৮ জানুয়ারি
নরমেধযজ্ঞ	...	১৮৯১, ১ আগস্ট
লয়লা-মজ্‌নু	...	১৮৯১, ১২ ডিসেম্বর
বনবীর	...	১৮৯২, ৩ ডিসেম্বর
ঋষ্যশৃঙ্গ	...	১৮৯২, ৩১ ডিসেম্বর
বেনজীর—বদ্‌রেমুনীর	...	১৮৯৩, ২১ ডিসেম্বর

রাজকৃষ্ণ-গ্রন্থাবলী, ১ম-৭ম ভাগ।—রাজকৃষ্ণ রায়ের কতকগুলি নাট্যগ্রন্থ স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত না হইয়া প্রথমে রাজকৃষ্ণ-গ্রন্থাবলীতে স্থান পাইয়াছিল। এগুলি—

১ম ভাগ (এপ্রিল ১৮৮৪):—উৎকট বিরহ—বিকট মিলন বা আগমনী-বিজয়া (ঔপহাসিক হাস্যনাট)।

২য় ভাগ (ডিসেম্বর ১৮৮৫):—প্রহ্লাদ-চরিত্র (১১ অক্টোবর ১৮৮৪ তারিখে বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত), গঙ্গা-মহিমা নাটক, বামনভিক্ষা, দশরথের মৃগয়া বা বালক সিন্ধুবধ।

৩য় ভাগ (ইং ১৮৮৮):—ভীষ্মের শরশয্যা, দুর্বাসার পারণ।

৪র্থ ভাগ (ইং ১৮৮৯):—হরিহরলীলা, জন্মাষ্টমী, প্রমদ্বরা, হেঁয়ালি অভিনয়।

৫ম ভাগ (ফেব্রুয়ারি ১৮৯২):—লক্ষপতি, শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষা, গিরিগোবর্ধন, দুটি মনোচোরা।

রামনারায়ণ তর্করত্ন

(জন্ম : ২৬ ডিসেম্বর ১৮২২; মৃত্যু : ১৯ জানুয়ারি ১৮৮৬)

কুলীন কুলসর্বস্ব	...	১৮৫৪
বেণীসংহার নাটক	...	১৮৫৬
রত্নাবলী নাটক	...	১৮৫৮
অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক	...	১৮৬০
যেমন কর্ম তেমনি ফল	...	১৮৬৫ ?
বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নব-নাটক	...	১৮৬৬
মালতীমাধব নাটক	...	১৮৬৭, ১৮ নবেম্বর
উভয় সঙ্কট	...	১৮৬৯, ১৯ নবেম্বর
চক্ষুদান	...	১৮৬৯, ২৫ নবেম্বর

রুক্মিণীহরণ নাটক	...	১৮৭১, ৯ সেপ্টেম্বর
স্বপ্নধন নাটক	...	১৮৭৩, ৮ নবেম্বর
ধর্ম-বিজয় নাটক	...	১৮৭৫, ১৩ সেপ্টেম্বর
কংসবধ নাটক	...	১৮৭৫, ৬ ডিসেম্বর

লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী

নন্দ-বংশোচ্ছেদ	...	১৮৭৩, এপ্রিল
কুলীনকন্যা অথবা কমলিনী	...	১৮৭৪, ১ মার্চ
আনন্দকানন	...	১৮৭৪, ২৭ সেপ্টেম্বর
নবাব সেরাজুদ্দৌলা	...	১৮৭৬, ২৫ জুন

লক্ষ্মীনারায়ণ দাস

মোহন্তের এই কি কাজ !!		
১ম খণ্ড	...	১৮৭৩
২য় খণ্ড	...	১৮৭৩, ২০ ডিসেম্বর

শিশিরকুমার ঘোষ

(জন্ম : ১৮৪০; মৃত্যু : জানুয়ারি ১৯১১)

নয়শো রুপেয়া	...	১৮৭২, ৬ ফেব্রুয়ারি
বাজারের লড়াই	...	১৮৭৪, ১ ফেব্রুয়ারি

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

(জন্ম : ১৮৪০; মৃত্যু : ৫ জুন ১৯১৪)

মুক্তাবলী নাটিকা	...	১৮৫৮
মালবিকাগ্নিমিত্র	...	১৮৬০
রসাবিষ্কার-বৃন্দক	...	১৮৮১, ২ ফেব্রুয়ারি

শ্রীনারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি

কলিকৌতুক	...	১৮৫৮

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(জন্ম : ১ জুন ১৮৪২; মৃত্যু : ৯ জানুয়ারি ১৯২৩)

সুশীলা-বীরসিংহ নাটক ('সিম্বেলিন' অবলম্বনে)	...	১৮৬৮, ২ মার্চ

হরচন্দ্র ঘোষ

(জন্ম : ১৮১৭; মৃত্যু : ২৪ নবেম্বর ১৮৮৪)

ভানুমতী চিত্তবিলাস ('মার্চেণ্ট অব ভেনিস' অবলম্বনে)	...	১৮৫৩
কৌরব বিয়োগ	...	১৮৫৮
চারুমুখ চিত্তহরা	...	১৮৬৪
রজতগিরি-নন্দিনী	...	১৮৭৫, ২৩ জানুয়ারি

হরলাল রায়

হেমলতা	...	১৮৭৩, ১৫ অক্টোবর
অশ্রু-সংহার নাটক ('বেণীসংহার' অবলম্বনে)	...	১৮৭৪, ১৫ আগস্ট
বঙ্গের সুখাবসান নাটক	...	১৮৭৪, ১ অক্টোবর
রুদ্রপাল নাটক ('ম্যাকবেথ' অবলম্বনে)	...	১৮৭৪, ১৫ অক্টোবর
কনকপদ্ম	...	১৮৭৫, ১ এপ্রিল

হীরালাল মিত্র

আলালের ঘরের দুলাল	...	১৮৬৯, ২৯ এপ্রিল

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বিশ্বপরিচয় ১॥০

সুরেন ঠাকুর
বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ ২।০

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা ২।০

শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
পৃথ্বীপরিচয় ১।০

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রাণতত্ত্ব ২।০

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য
আহার ও আহার্য ১।০

শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী
বাংলা সাহিত্যের কথা ১॥০

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বাংলা উপন্যাস ২৲

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
ভারত-দর্শনসার ৩।০

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
ব্যাধির পরাজয় ১॥০
পদার্থবিদ্যার নবযুগ ৩৲

শ্রীনির্মলকুমার বসু
হিন্দুসমাজের গড়ন ২॥০

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
হিউএনচাঙ ২॥০, ৩৲

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি
পূজা-পার্বণ ৩৲, ৪৲